চমক ভরা
ধনতেরাস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৮ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 3 November 2021 ■ আগরতলা ৩ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৬ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিধায়কদের দল ছাড়ার প্রবণতা রুখতে রাজ্য সরকার অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সংশোধনী আনছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। বিধায়ক হিসেবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে ন্যুনতম একটি মেয়াদকাল সম্পূর্ন করতে হবে। আজ মন্ত্রিসভা আইনে সংশোধন এনে অর্ডিন্যান্স জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছয় মাসের ভিতরে ওই বিল বিধানসভায় পেশ করবে ত্রিপুরা সরকার।

এ-বিষয়ে আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভায় যারা বর্তমানে সদস্য রয়েছেন বা যারা ভবিষ্যতে বিধানসভার সদস্য হবেন তাঁকে বিধায়ক পদে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য ন্যূনতম একটি মেয়াদকাল সম্পূর্ণ করতে হবে। এ-বিষয়ে আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনে সংশোধনী এনে অর্ডিন্যান্স জারির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তথ্য মন্ত্রীর কথায়, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পরবর্তী সময়ে সেই বিধায়ক যদি পুনরায় নির্বাচিত হয়ে বিধানসভার সদস্য হয়ে আসতে না পারেন তাহলেও তিনি তাঁর বিধায়ক পদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা, ভাতা বা পেনশন পাবেন। তিনি জানান, বিগত সরকারের সময় নিয়ম ছিলো কেউ যদি ৪ বছর তার বিধায়ক পদে বহাল থাকেন এবং পরবর্তী সময় নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিধানসভার সদস্যপদ ধরে রাখতে না পারেন তবুও তাঁর সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা, ভাতা এবং পেনশন ভোগ করতে পারতেন।

এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর সেই আইনে সংশোধন আনা হয়েছিলো এবং নতুন আইনে একদিনের জন্য বিধায়ক থাকলেই বিধায়ক পদের সমস্ত সুযোগ সুবিধার সংস্থান ছিলো। আজ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে সেই আইনে আরও সংশোধন করা হয়েছে এবং অর্ডিন্যান্স জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন আইনে বিধায়কদের বিধায়কপদে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত নূ্যনতম একটি মেয়াদকাল সম্পূর্ণ করতে হবে। তারপর তিনি নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিধানসভার সদস্য নাও হতে পারেন তবুও তিনি বিধায়ক পদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, আইনে ওই সংশোধনী দলত্যাগী নতুন বিধায়কদের সমস্যায় ফেলবে। তাঁরা বিধায়ক পদে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বাদ পরবেন। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত আইপিএফটি-র বৃষকেতু দেববর্মা এবং বিজেপির আশীষ দাস দলবদল করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ আইনে বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন ইতিমধ্যে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে জমা পড়েছে। অবশ্য, এখনো তাঁদের বিধায়ক পদ খারিজ হয়নি। কিন্ত, আইন সংশোধনের অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার পর তাঁদের বিধায়ক পদ খারিজ হলে তাঁরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বাদ পরবেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন শীঘ্রই ভারতে আসছেন

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.)।। শীঘ্রই ভারতে আসছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। গ্লাসগোয় জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন বরিস জনসন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি ভারতে আসছেন। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

শ্রিংলা জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী র আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বরিস জনসন জানিয়েছেন, পরিস্থিতি খানিক শুধরালেই তিনি এদেশে আসার পরিকল্পনা করবেন। প্রসঙ্গত, এবছরের শুরুতেই ভারতে আসার কথা ছিল জনসনের। সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন তিনি। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির জেরে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। সেই সময়ে ভারতে সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ব্রিটেনে করোনার প্রকোপ অনেকটাই বেশি ছিল।

পরে ঠিক হয়, এপ্রিলে ভারতে আসবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ওই সময় থেকেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছিল ভারতে। পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে বাতিল হয় সেই সফরও। প্রথমে ঠিক হয়েছিল সফর কাটছাঁট হবে। পরে তা পুরোপুরি বাতিল করে দেয় ব্রিটেন প্রশাসন।

এদিকে করোনা টিকা কোভিশিল্ডকে মান্যতা দিতে না চাওয়ায় ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডম্বুর হ্রদের নারকেল কুঞ্জে হেলিপ্যাড নির্মিত, উদ্বোধন ১১ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। ত্রিপুরাকে পর্যটনের আকর্ষণীয় কেন্দ্র এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে সফল করার জন্য ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের দূর দূরান্তে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ও পর্যটক পরিষেবা বাড়ানোর লক্ষ্যে ডম্বুর হ্রদের নারকেল কুঞ্জে হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে। দেশ বিদেশের পর্যটকরা যাতে ডম্বুর জলাশয়ের নৈসর্গিক ভ্রমণ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্যই এই হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানিয়েছেন, আগামী ১১ নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই হেলিপ্যাডের উদ্বোধন করবেন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, লোকসভার সদস্য রেবতী ত্রিপুরা, পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ও পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তড়িৎ কান্তি চাকমা প্রমুখ।

রাজ্য মন্ত্রিসভায় সাব্রুমের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের জন্য ১২টি পদের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। রাজ্য মন্ত্রিসভা আইন দপ্তরের অধীনে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা বিচার বিভাগের অন্তর্গত সারুমের অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ আদালতের জন্য ১২টি পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাব্রুমে অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ আদালতের জন্য যে সমস্ত পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেই পদগুলি হচ্ছে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিসের অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ গ্রেড-১ এর ১টি পদ, অফিস সুপারিনটেনডেন্টের জন্য ১টি পদ, হেড ক্লার্ক ১টি পদ, জুনিয়র গ্রেড স্টেনোগ্রাফার পি এ-র জন্য ২টি পদ, ইউ ডি সি ১টি পদ, এল ডি সি ২টি পদ, সিনিয়র সেরেস্তাদারের ১টি পোস্ট এবং গ্রুপ ডি ৩টি পদ। তিনি জানান আইন দপ্তর থেকে পরবর্তীতে এইসব সৃষ্ট পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

গ্লাসগোর জলবায়ু সম্মেলনে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামাতে ৫ প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

গ্লাসগো, ২ নভেম্বর (হি.স.)।। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে তথা কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনতে বড় প্রতিশ্রুতি ভারতের। সোমবার স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা শূন্যে নেমে আসবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর জন্য পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

বিশ্ব জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে তথা উষ্ণায়নের মাত্রা হ্রাস করতে পাঁচ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে একে 'পঞ্চামৃত' বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন দূষণের মাত্রা পুরোপুরি কমিয়ে ফেলার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে ভারত। সব মিলিয়ে মোট পাঁচটি প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বের কাছে ভারতের 'পঞ্চামৃতের উপহার' বলেও বর্ণনা করেছেন মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর পাঁচটি প্রতিশ্রুতি১) প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ২০৩০ সালের মধ্যে অ-জীবাশ্ম শক্তির উৎপাদন বাড়িয়ে ৫০০ গিগাওয়াট করবে ভারত।২) ওই একই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে শক্তির চাহিদার ৫০ শতাংশই পূরণ করা হবে পুনর্নবীকরণ শক্তির মাধ্যমে।৩) চলতি বছর থেকে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত যে পরিমাণ কার্বন দূষণ করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, তার থেকে ১০০ কোটি টন কম কার্বন নিঃসরণ করবে।৪) ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৪৫ শতাংশ কম করার লক্ষ্য রয়েছে ভারতের।৫) সর্বশেষে, ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন দূষণের মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে ভারত।

যদিও চিনের দাবি, ২০৬০ সালের মধ্যে কার্বন দূষণের মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যপূরণ করতে পারবে তারা। অন্যদিকে, ২০৫০ সালের মধ্যে ওই লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতীক আলোর উৎসব দীপাবলি। দীপাবলির আলোকশিখা জীবনের সমস্ত গ্লানিকে দূর করে আলোকিত করে তুলুক এটাই আমাদের প্রার্থনা।

তিনি বলেন, সার্বিক টিকাকরণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করা সম্ভব হলেও নিজেদের স্বার্থে আমাদের সকলের উচিত স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নিয়মগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা। বিশেষ করে ভিড় এড়িয়ে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ও কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এখনও আবশ্যক।

আলোর উৎসবে আমাদের প্রার্থনা এই সংকটকাল মুছে যাক। আত্মনির্ভরতায় এবং উন্নয়নের জয়যাত্রায় আমরা এগিয়ে যেতে চাই। দীপাবলির আলোকশিখা ঘরে ঘরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে পথদুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি কল্যাণপুর /চুড়াইবাড়ি, ২ নভেম্বর।। ফের সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনা যেন কোন মতেই পিছু ছাড়তে চাইছে না কল্যাণপুরে। উল্লেখ্য, সোমবার রাতে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় ৪ জন।বর্তমানে তাদের উন্নত চিকিৎসা চলছে রাজধানী আগরতলার রেফারেল জিবি হাসপাতালে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার রাতে কল্যাণপুর থানাধীন পতি চন্দ্র পাড়ায় তীব্র গতিতে ছুটে আসা দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

এই সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় মোট ৪ জন।তীব্র বিকট শব্দে দৌঁড়ে ছুটে আসে পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় সাধারণ জনগণ। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর দমকল বাহিনীর কর্মীদের। সেই খবরেই দমকল বাহিনীর কর্মীরা তড়িঘড়ি করে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাইক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার শ্রীমন্তপুর গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ নভেম্বর।। গতকাল সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল মিছিল মিয়া (৩৫) নামে এক যুবক। পিতা মিলন মিয়া। আজ সকালে একটি পুকুরে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনা সোনামুড়া থানা দিন শ্রীমন্তপুর এলাকায়। জানা যায় পুকুরের জলের উপর দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুৎ পরিবাহিতার তার সংযোগ ছিল।

এই সংযোগের কারণে যুবকের মৃত্যু হয় বলে ধারণা করেন অনেকে। এদিকে খবর দেওয়া হয় সোনামুড়া থানায়। সোনামুড়া থানার পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করে। তবে পরিবারের তরফ থেকে দাবি তোলেন পুকুরের মালিক সাদেক মিয়া নিজে ইচ্ছাকৃত ভাবেই মিছিল মিয়াকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মেরে ফেলেন। পরিবারের তরফ থেকে আরো দাবি করেন ঘটনার একদিন আগে পুকুরের মালিক সাদেক মিয়া মিছিল মিয়াকে খোঁজ করে ছিলেন। তার সাথে কি কথা আছে। এদিকে মিছিল মিয়ার এই অকাল মৃত্যুতে গোটা শ্রীমন্তপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তবে এখন দেখার বিষয় পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে মৃত্যুর আসল কারণ বেরিয়ে আসবে।

বর্ণাঢ্য র্যালী করে বিজেপি প্রার্থীরা মঙ্গলবার পুর নিগমের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। ছবি নিজস্ব।

কালী মন্দিরে প্রণাম করতে ট্রেক অতিক্রমের সময় রেলে কাটা পড়ে ধর্মনগরে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ নভেম্বর।। প্রাত ভ্রমনে বেরিয়ে ধর্মনগর শিলচরগামী মালবাহী ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম অভিমান দে(৩২)। ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার কামেশ্বর কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়।রেল পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মঙ্গলবার সাতসকালে উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন কামেশ্বর এলাকার জনৈক যুবক অভিমান দে প্রাত ভ্রমনে বেড় হয়। প্রাত ভ্রমন করার সময় স্থানীয় একটি কালি মন্দিরে প্রনাম করতে যাবার জন্য রেল রাস্তা পার হচ্ছিল। রেল রাস্তা পার হবার সময় ধর্মনগর থেকে শিলচর গামি একটি মালবহি রেল এসে পড়ে। হঠাৎ করে রেল এসে পড়াতে সে রেলে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ধর্মনগর থানার পুলিশ সহ জি আর পি পুলিশ এসে মৃত দেহটি উদ্বার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গ নিয়ে আসে ময়না তদন্তের জন্য।

এদিকে স্থানীয় জনগন জানান, কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের জনগন অভিযোগ করে বলেন, তাদের গ্রামে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালের সামনের রাস্তায় পড়ে রইল মুমূর্ষূ রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির সামনে দীর্ঘ ৬ ঘন্টা যাবত অসুস্থ রোগী পড়ে রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলেও তার চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেননি বলে অভিযোগ। জিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সামনে দীর্ঘ ৬ ঘন্টা যাবত এক অসুস্থ রোগী পড়ে থাকে।

কিন্তু হাসপাতালে দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীরা ওই অসুস্থ রোগীর চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেননি। অভিযোগ রোগীর সঙ্গে অমানবিক আচরণ করে রাস্তায় ফেলে রাখে স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিষয়টি দেখার পরও সম্পূর্ণ বিষয়টি এড়িয়ে যান জিবি হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা। এনিয়ে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তথাকথিত সেবা ধর্মে দীক্ষিত চিকিৎসক- নার্স সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন

ছাত্র নেতার উপর হামলার প্রতিবাদে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কৈলাশহর নগর বিভাগের সম্পাদক শিবাজী সেনগুপ্তের ওপর আর আর কে আই স্কুলে প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলায় রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ে সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

কৈলা শহরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর নগর শাখার সম্পাদক শিবাজী সেনগুপ্তর উপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলায় রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ে সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।কৈলাসহরের আরকেআই স্কুলে সদস্যপদ সংগ্রহকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনার জেরে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ ঊর্ধগামী হচ্ছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর কর্মীরা আর কে আই স্কুলে সদস্যপদের সংগ্রহ করতে গেলে তাদের ওপর হামলা সংগঠিত করা হয়। আক্রান্তরা থানায় এফআইআর করতে যাওয়ার পথে রাস্তায় তাদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়। তাতে গুরুতরভাবে আহত হন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর কৈলাশহর নগর বিভাগের সম্পাদক শিবাজী সেনগুপ্ত। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখান থেকে রাতে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে শনিবার তার অস্ত্রোপচার হয়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিবাজী সেনগুপ্ত।এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর সদস্যদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার আগরতলায় রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ে সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অশ্লীল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন। তারা অভিযোগ করেন পরিকল্পিতভাবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কৈলাশহর নগর শাখার সম্পাদক শিবাজী সেনগুপ্তর ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন।এ ধরনের ঘটনায় জড়িতদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উৎসবের মেজাজে পুর ও নগর নির্বাচনে মনোনয়ন দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।।ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এবং সুবিশাল মিছিল আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা আজ মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তেমনি, আজ জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত এবং রানীর বাজার পুর পরিষদেও বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সব মিলিয়ে পশ্চিম জেলায় আজ পুর ও নগর নির্বাচনে মনোনয়নকে ঘিরে উতবের মেজাজ লক্ষ্য করা গেছে। পুর নিগমে আজ প্রায় সমস্ত আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

পুর নিগমে ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী রত্না দত্ত বলেন, মানুষের প্রত্যাশা পূরণে অতীতের মতোই সমস্ত চেষ্টা হবে। শহর সৌন্দর্য্যয়ন এবং নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করাই হবে একমাত্র লক্ষ্য। এদিন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, বিধায়িকা মিমি মজুমদার, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা: মানিক সাহা মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিলে অংশ নিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে পুর নিগমে ৫১টি ওয়ার্ডেই পদ্ম ফুল ফুটবে। আগরতলা শহরকে আরও স্মার্ট করে তোলার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগরতলা শহরে বৃষ্টির জল এখন জমছে না। জল নিষ্কাসনি ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাই, পুর নিগম নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে ঢাক-ঢোল ও কাসর বাজিয়ে সহস্রাধিক কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে মিছিল করে জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের ১১-টি ওয়ার্ড এবং রাণীরবাজার পুর-পরিষদের ১৩ টি ওয়ার্ডের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনিত প্রার্থীরা আজ রিটার্নিং অফিসারের কার্য্যালয়ে তাদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন তথ্য ০ সংস্কৃতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৮ ▫ ৩ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১৬ কার্তিক ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অনুমতি দিল আইসিএমআর

অনন্ত প্রতীক্ষার অবসান হইতে চলিয়াছে। নিচু ক্লাসের পড়ুয়াদের জন্য স্কুল খোলা নিয়া সেরকমই আশার কথা শুনাইয়াছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, আইসিএমআর। সন্দেহ নাই, কোভিড বিধি মানিয়া এই নতুন কুঁড়িতে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করা গেলে লাভ হইবে সমাজেরই। কারণ, পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কিশোর পড়ুয়াদের মানসিক গঠনে স্কুলের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাই আইসিএমআর-এর এই প্রস্তাব মোদি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে চাই সরকারি তরফে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। কারণ কোভিড বিদায় নেয়নি, তাই পড়ুয়াদের নিরাপত্তার দিকটিও সুনিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজন অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষাকর্মীসহ বড়দের সকলের দায়িত্বশীল আচরণ, যাহাতে পড়ুয়ারা নিরাপদে থাকিতে পারে। তাঁহাদের যেকোনওরকম হটকারী আচরণ বিপদ বাড়াইতে পারে।

দেশজুড়িয়া কোভিড সংক্রমণের হার কিছুটা কমিয়া যাওয়ায় প্রায় স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন চালু করিতে উদ্যোগী হইয়াছে বিভিন্ন রাজ্য। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাজ্যে অফলাইন পড়াশোনা চালু হইয়া গিয়াছে। আমাদের ত্রিপুরায় তাহা চালু হইয়াছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ঘোষণার পরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে পড়ুয়ারা। কিন্তু সংক্রমণের আশঙ্কা যে একেবারেই কাটিয়া গিয়াছে তাহা কিন্তু হলফ করিয়া বলা যাইতেছে না। তবে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলা নিয়া রাজ্য সরকারের ঘোষণার পরেই বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা খুলিতে শুরু করিয়াছে। সেখানে ঝাড়পোঁছ হইতেছে। স্যানিটাইজেশনের জরুরি কাজ চলিয়াছে পুরোদমে। সংক্রমণের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলিয়া কোভিডবিধি মানিবার একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি হইয়াছে। সমস্ত কারণেই তাহা মানিয়া চলিতে হইবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে। স্কুল খোলা নিয়া জোরকদমে এই প্রস্তুতি চলিয়াছে। অভিভাবকদের সন্দেহ উদ্বেগ নিরসন করিল আইসিএমআর। মহামারী সংস্থার প্রধান গবেষক ডাঃ সমীরণ পাণ্ডা আশ্বস্ত করিয়াছেন, স্কুল খুলিতে অভিভাবক শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী প্রত্যেকের টিকার একটিমাত্র ডোজই যথেষ্ট। তাঁহার এই বক্তব্যে অনেকটাই দুশ্চিন্তা কাটিল অভিভাবকদের। কারণ, ভারতের অধিকাংশ মানুষ এখনও দুটি ডোজ পাননি। আর বড়রাই কোভিড কোপে পড়েন বেশি। তাঁহাদের থেকে বাচ্চাদের সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই দুশ্চিন্তা দূর করিয়াছে তাঁহার আরও একটি বক্তব্য। তিনি বলিয়াছেন, ভাইরাসের সঙ্গে ছোটদের লড়াই করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই দ্রুত স্কুল খোলার পক্ষে সওয়াল করিয়াছে আইসিএমআর। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় অধিকাংশ পড়ুয়ার অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। নেতিবাচক প্রভাব পড়িয়াছে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক গঠনে। তাই অফলাইন ক্লাসের প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মনে রাখা দরকার, সুরক্ষাবিধির ঘেরাটোপে বাচ্চা-পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাইবার যে প্রস্তাব দিয়াছে আইসিএমআর তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন না-করিলে বিপদ থাকিছে। আসলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইল ভাবের আদান-প্রদানের জায়গা। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যেকোনও বিষয়ে জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়, সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা, পড়ার পাশাপাশি সেখানে খেলাধুলা মন ও শরীর গঠনে বড় ভূমিকা নেয়। স্বভাবতই দীর্ঘদিন ধরিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের মন কালো মেঘের অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। বাড়ির চার দেওয়ালের দমবন্ধ পরিবেশে মাসের পর মাস থাকিবার কারনে শিশু-কিশোরদের অনেকের মধ্যে মানসিক নানা সমস্যা দেখা যাইতেছে বলিয়া বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ। তাহাদের পঠনপাঠনের ক্ষতি সামলাইতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে অনলাইন ক্লাস চালু হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু পর্দার সামনে বসিয়া এই রসকষহীন শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাণের ছোঁয়া না-পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে পড়ুয়ারা। তাছাড়া অনলাইনে পড়াশোনা করিবার সামর্থও নেই বেশিরভাগের।

এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে আইসিএমআর। তারা বলিয়াছে, সুস্থ শিশুদের জন্য অফলাইন ক্লাস প্রয়োজন। সংস্থার প্রস্তাব, বাচ্চাদের জন্য একদিন অন্তর স্কুল চালু হোক, যা শিশু মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। কেন্দ্রও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বহাল রাখিয়াছে। তবে তার জন্য দরকার বাবা-মা, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর প্রত্যেকেরই অন্তত একটি ডোজের টিকা, আর করোনা বিধি মানিয়া চলার মানসিকতা। চাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও।

অজিতের হাজার কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, রয়েছে নরিম্যান পয়েন্টের নির্মল টাওয়ারও

মুম্বই, ২ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল আয়কর দফতর। মঙ্গলবার সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে। বেনামি সম্পত্তি আইনে অজিতের পাঁচটি স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি কো-অপারেটিভ চিনির কারখানা ছাড়াও রয়েছে মুম্বইয়ের নরিম্যান পয়েন্টে নির্মল টাওয়ার, গোয়ার একটি রিসর্ট, দিল্লির একটি অফিস এবং বাড়ি। এগুলি ছাড়াও ২৭টি জমিও বাজেয়াপ্ত করেছেন আয়কর কর্তারা। যার আনুমানিক মূল্য কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা। সূত্রের খবর, এই সম্পত্তির সবক'টিরই মালিক অজিত অথবা তাঁর পরিবারের কোনও না কোনও সদস্য। গত মাসেই পওয়ারের বোনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল আয়কর দফতর। এর আগে জুলাই মাসে ২৫ হাজার কোটি টাকার একটি দুর্নীতিতে অজিতের নাম জড়িত থাকার কথা জানিয়েছিল আয়কর বিভাগ। মহারাষ্ট্র স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় অজিতের নাম প্রকাশ্যে আসে।

সোনা-পাচার মামলা : স্বপ্না সুরেশকে জামিন দিল কেরল হাইকোর্ট

তিরুবনন্তপুরম, ২ নভেম্বর (হি.স.): কেরল সোনা-পাচার মামলায় জামিন পেয়ে গেল প্রধান অভিযুক্ত স্বপ্না সুরেশ। মঙ্গলবার স্বপ্না সুরেশকে জামিন দিয়েছে কেরল হাইকোর্ট। ২৫ লক্ষ টাকার জামিন বন্ড ও ২টি সলভেন্ট সিউরিটিতে স্বপ্না সুরেশকে জামিন দিয়েছে কেরল হাইকোর্ট। জামিন পাওয়ায় প্রায় ১৪ মাস পর জেল থেকে বেরোবেন স্বপ্না সুরেশ। স্বপ্না সুরেশ ছাড়াও পি এস সরিথ, মহম্মদ সফি পি, এ এম জালাল, রবিন্স হামিদ, রামীস কে টি, শারাফুদ্দিন কে টি এবং মহম্মদ আলিকে জামিন দিয়েছে কেরল হাইকোর্টের বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন ও বিচারপতি সি জয়চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ।

আরব থেকে কেরলে সোনা পাচারের ঘটনায় অভিযুক্ত স্বপ্না সুরেশকে ২০২০ সালের জুলাই মাসে গ্রেফতার করেছিল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। এই মামলার তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-কে দেওয়া হয়। 'বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (১৯৬৭)'-এর ১৬, ১৭ এবং ১৮ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। প্রসঙ্গত, তিরুবনন্তপুরমে আরব আমিরশাহি দূতাবাসেই নিয়োজি অফিসার পদে ছিলেন স্বপ্না। তিনি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের দফতরের তথ্যপ্রযুক্তি প্রচার সংক্রান্ত বিষয়টিও সামলাতেন। কেরল তথ্য-প্রযুক্তি দফতরের সঙ্গে যুক্ত একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার মার্কেটিং অফিসারের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

জনতা এক্সপ্রেস

মনসিজ মজুমদার

করোনা ভাইরাস মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অনেকে মনে করছেন, এই বিচ্ছিন্নতা স্থানিক বা (Spatial) হলেও নানারকম বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কল্যাণে আমাদের সামাজিক ও মানসিক সংযোগ অক্ষুন্ন আছে। করোনা জনিত সামাজিক দূরত্ব কিন্তু এক আশ্চর্য বিশ্বব্যাপী জন-ঐক্য সৃষ্টি করেছে।

করোনা প্রকোপের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের অভিজ্ঞতা, আচরণ, ভাবনা, চিন্তা, আতঙ্ক, ঘরবন্দি দশা--- সব একইরকম। এমন সংকটে পড়লে আমাদের মনে পড়ে 'জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানবজাতি।' স্বাভাবিক সময়ে আমরা কেবল জাতিগত ও শ্রেণিগত বিভেদ মনে রাখি, ভাষাগত সাংস্কৃতিক পার্থক্য, ধনী দেশ -দরিদ্র দেশ অথবা উন্নত-অনুন্নত জাতির কথা বলি। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে তা এখন অবান্তর বিষয়।

এ-কথা সত্যি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এত বড় বিশ্বজোড়া সংকট আর ঘটেনি। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। আমরা স্বাধানতাকামী ভারত, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিটলারকেও সমর্থন করেছিলাম। বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলারের জার্মানি-সহ ইউরোপ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল, ঠান্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু এখন করোনার বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী এককাট্টা। কোনও দেশ কোনও জাতির ক্ষমতার বড়াই করার ক্ষমতা নেই। আবার আর-এক ধরনের একতাও আমরা দেখতে পাই। সে-ই একতা যা জনতার ঐক্য। জনতা বলব না জনগণ বলব, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছেন অবশ্যই।

১৯৭৪ সালে একটি দেশপ্রেমের গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল যার প্রথম লাইন—এক জাতি একপ্রাণ একতা/ জাগে নবভারতের জনতা। (এই গান লিখেছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা, 'শনিবারের চিঠি-র সম্পাদকীয় সজনীকান্ত দাস) এখানে জনতা মানে বলা বাহুল্য জনসাধারাণ। কোনও জায়গায় (Public place) একত্র হওয়া ভিড়কে আমরা 'জনতা' বলি। 'নবভারতের নজগণ' এখ জায়গায় একত্র না হলেও যে জনতা সেই জনতার কথাই আমরা ভাবতে পারি জগৎ জুড়িয়া এক জাতির একতাকে। এই জনতা কোনও স্থানিক Spatial ধারণার জনতা নয়। 'জনতা' শব্দের ইংরজি Crowd। সাধারণ আমরা মানুষ, জনগণ বলতে যা বুঝি 'জনতা' তা বোঝায় না। কারণ, এক জায়গায় মানুষের জমায়েতকে আমরা 'জনতা' বলি। কিন্তু 'ময়দানে বিশাল জনতার উপস্থিতি' বলেও উল্লেখ করা হয় লাখ লোকের কোনও রাজনৈতিক জনসভা। ইংরেজিতেকও Crowd শব্দটি জনসাধারণ, সধারণ মানুষ, মানুষ জনগণ ইত্যাদি একত্র বা ঐক্যবদ্ধ হওয়া বোঝায়। আমাদের লেখায় যে দু'টি শব্দ বিশেষ আলোচ্য সে দু'টি নিয়ে একটু বলি। একটি শব্দ 'মানুষ', অন্যটি 'সাধারণ মানুষ'। 'মানুষ' শব্দটির বহু অর্থের মধ্যে একটি অর্থ, ইদানীং কালের রাজনৈতিক প্রয়োগে, 'জনসাধারণ'। যেমন, কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতা, তাঁর দলের ব্যাপক জনসমর্থন আছে এমন দাবি করে বলেন, 'মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন।' যদি নির্বাচনে সেই সমর্থন দেখা না গিয়ে থাকে, তখন তিনি দাবি করেন তাঁর দল মানুষের পাশেই আছে। এই মানুষ জনতাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে থাকা জনগণ। কিন্তু তাঁরাই জনতা হয়ে উঠতে পারেন কোনও সাফল্যে, পরাজয়ে, সমর্থনে প্রতিবাদে বা এখন যেমন করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

'সাধারণ মানুষ' কারা? জনতার ভিড়ে যারা মিশে যায়, তারা সাধারণ মানুষ? জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এক এক ব্যক্তিমানুষকে সাধারণ মানুষ বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ থেকে শঙ্খ ঘোষ---অনেক অসামান্য ব্যক্তিত্বেকে দেখা গিয়েছে জনতার প্রতিবাদী মিছিলে। তবু সেই প্রতিবাদ সাধারণেরই প্রতিবাদ। গুণিজনের উপস্থিতি সেই মিছিলে আকৃষ্ট করে সাধারণ মানুষকে এবং প্রতিবাদের ওজন বাড়ে।

করোনা ভাইরাসের অতিমারীতে মানুষের ভিড় করা, ভিড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ, একজনের সঙ্গে অপরজন, আপনজন হলেও একটি নির্দিষ্ট দূরত্বেপূর্ণ স্পর্শ এড়ানো। পৃথিবীতে এখন 'হ্যান্ডশেক' নিষিদ্ধ হয়ে চালু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় অভিবাদনের স্পর্শহীন দেহভাষা 'নমস্কার' বা 'নমস্তে'। প্রিন্স চার্লস থেকে সাধারণ পথচারী পর্যন্ত পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকে একে অন্যকে নমস্কার করছেন।

অপরিচিতিকে অভিনন্দন জানাতে নমস্কারের অস্পর্শ প্রক্রিয়া এক সময় জাতিবিভক্ত দেশে অস্পৃশ্যতার প্রকোপে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আবার দু'টি হাত বুকের উপর জোড়া করলে নিজেকে বন্ধুভাবাপন্ন বলে অপিরিতকে নিশ্চিন্ত করা যায়, বা দুই ব্যক্তিই পরস্পরকে নির্ভর করেন নিজেকে নিরস্ত্র দেখিয়ে। হ্যানডেশেকে এই আশ্বাস নেই। অস্ত্রসমেত অন্য হাত পিছনে লুকনো থাকতে পারে, বা হ্যান্ডশেকের অছিলায় ডানহাত শক্ত করে ধরে একজন অন্যজনকে এক হ্যাঁচকা টানে কাবু করতে পারেন। আর এখন দেখা যাচ্ছে। ছোঁয়া লেগে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে।

সাধারণত আমরা অপরিচিত লোককে ছুঁই না, অপরিচিত লোকের ছোঁয়া অপছন্দ করি। বাসে বা ভিড়ের মধ্যে কারও গায়ে হাত ঠেকে গেলে 'সরি' বা 'দুঃখিত' বলা ভদ্র রীতি। কেউ রাস্তা আটকে থাকলে আমরা বলি 'এক্সকিউজ মি'। অর্থাৎ দয়া করে একটু যেতে দিন। আবার , রাস্তায় অনেক দিন পরে কোনও আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে হাত ধরি বা আবেগে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু এখন যেমন সামাজিক সঙ্গহীন অস্পৃশ্যতা একজনকে তার প্রতিবেশি থেকে ব্যক্তি বা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে, সেরকম সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আগছে কখনও ঘটেনি। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও আমরা জনতার মতোই 'একত্র' রয়েছি। এই জনতার আয়তন অকল্পনীয়, কারণ পৃথিবী জুড়েই মানুষ শুধু একটাই ধ্যান, একটাই জ্ঞান নিয়ে বিব্রত---কী করে এই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে কেবল নিজে নয়, আর পাঁচজনকেও বিপদে ফেলা থেকে বিরত থাকব।

আধুনিক সভ্যতা কিন্তু জনতা নয়, ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যে সমাজ যে দেশে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই বা ছিল না, তাঁদের সকলকেই সমাজব্যবস্থায় কম বেশি ব্যক্তির স্বাধীনতা মেনে নিতে হয়েছে। বলা যেতে পারে, দু'-একটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর সব দেশই গণতন্ত্রের আদর্শকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, যদিও পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র হয়তো অনেক দেশেই নেই। গণতন্ত্রেই একমাত্র ব্যক্তির ক্ষমতা ও জনতার ক্ষমতার মধ্যে এক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়, যদি জনতা ও ব্যক্তি উভয়েই সৎ-সচেতনায় সামাজিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্বপালন করে, পিছুটান না রেখে।

কিন্তু জনতা নিয়ে ব্যক্তির আচরণেও মনোভাবে এক আশ্চর্য অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন এলিয়াস কানেটি তাঁর বিখ্যাত Crowd and power (১৯৬০) বইতে। মূলত বুলগেরিয়ান হলেও ভিয়েনা ও পরে নাৎসি অত্যাচারের সময় ইংল্যান্ড-নিবাসী এবং শেষ জীবনে জুরিখের নাগরিক কানেটি ১৯৮১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। নাটক, স্মৃতিকথা, উপন্যাস লিখলেও তাঁর Crowd and power খুবই পরিচিত ও বিখ্যাত বই। বহুভাষী হলেও তাঁর লেকার ভাষা ছিল জর্মান।

ব্যক্তিমানুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকতে ভালবাসে। নিজের পছন্দ-অপছন্দ, নিজের মতামত, নিজেকে বহুজনের মধ্যে হারিয়ে না ফেলে এক স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিগত জীবন তার অভীপ্সিত। সাহিত্যে -শিল্পে কবি, লেখক বা শিল্পীর স্বাতন্ত্রের সবচেয়ে বড় পরিচয় শিল্পী বা কবির নিজস্ব স্টাইল। ওরহান পামুকের উপন্যাস My Name is Red এ আছে পনেরো শতকের ইস্তানবুলের মিনিয়েচার ছবির শিল্পীরা ভেনিশিয়ানও ফরাসি---সে সময়ে ফ্ল্যাস্কিস শিল্পীদের প্রভাবে রেনেসাঁস চিত্রকলার মতো ছবিতে শিল্পীর নিজস্ব স্টাইল ও স্বাক্ষর রাখতে চাইছেন, আবার ইসলাম অনুমোদিত পারসিক অনুচিত্রের ঐতিহ্যের সঙ্গে তার ঘোর বিরোধ। ঐতিহ্যবাদীরা ইউরোপীয় রেনেসাঁস চিত্রকলার দৃশ্য-বাস্তবতার অনুকৃতি আর ছবিতে শিল্পীর ব্যক্তিপরিচয়ের কোনও চিহ্ন বরদাস্ত করেননি। ক্রমশ ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত পেয়েছে, ফলে রাষ্ট্রশাসন ও ধর্মশাসন আলাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা নিয়ে মানুষ বনে থাকে না, সমাজে বহু মানুষের সঙ্গেই থাকতে চায়, নির্জন, নিঃসঙ্গ জীবন তার কাম্য নয়। এবং তার চেয়েও বেশি, সে জনতার অংশও হতে চায়। কোনও এক বা কয়েকজন ব্যক্তি যখন সর্বশক্তিমান হয়ে অন্য সকলের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে, তখন তার বা তাদরে বিরুদ্ধে লড়াই করে বহু ব্যক্তির সম্মিলিত জনতা। এখন ব্যক্তিমানুয় নয়, একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে পৃথিবীব্যাপী---কানেটির ভাষায় বলা যায়--- এক 'অদৃশ্য জনতা গড়ে ওঠে যখন সেই বহুজনের প্রত্যেকে মনে করে সে নয়, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কোনও এক সূত্র একাত্ম। এই একাত্মতা ক্ষণিকেরও হতে পারে, আবার যতদিন লকডাউন চলবে বা যতদিন না করোনা ভাইরাস রাস পরাস্ত হবে, ততদিন জনগৎজোড়া এই জনতার আমরা শরিক হয়ে থাকতে পারি। ক্ষণিক জনতাবদ্ধতার বিখ্যাত দৃষ্টান্ত ট্রেনে লেট অফিস-যাত্রীরা। যতক্ষণ ট্রেন সময়মতো চলছে প্রত্যেক যাত্রী নিজের নিজের স্বতন্দ্র জগতে মগ্ন। কোনও এক সময় সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। প্রথম কয়েক মিনিট রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। তারপর আস্তে আস্তে বিরক্তির গুঞ্জন, তারপর সকলেই প্রত্যেকের সঙ্গে মিলে গিয়ে প্রতিবাদে, গঞ্জনায়। রাখে, বিরক্তিতে, প্রতিবাদে মুখর এক কামরা জনতা গড়ে ওঠে। সেই সময়েই ট্রেন ছাড়ে, ক্রমে গতি বাড়ে আর ক্রমেই জনতা ভেঙে যাত্রীরা নিজের নিজের ভাবনায় নিমগ্ন ব্যক্তিমানুষ হয়ে যায়।

কানেটি কেমন করে মানুষ জনতাবদ্ধ হয়, কত রকমের আবেগ অনুভব তে ব্যক্তিমানুষ নিজের স্বতন্ত্র সত্তা ভুলে গিয়ে জনতায় মিশে যায় এবং সেই অনুসারে গড়ে ওঠা পাঁচরকমের জনতার কথা বলেছেন। তার মধ্যে আতঙ্কজনিত জনতাবদ্ধতার দৃষ্টিন্ত এই সময়ের করোনা জনতা। এখন পৃথিবীর মানুষ উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, ধনী-নির্ধন, রাজকুমার-রাজকন্যা থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকই একই অতিমারীর প্রকোপে বিপন্ন। বিপন্নতার রকমফের আছে, মাত্রার তারতম্য আছে। তার জন্য জনতার মধ্যে শ্রেণি বিশেষ জনতার সৃষ্টি হয়েছে। দৈনিক মজুরির বা পরিযায়ী শ্রমিক আর স্থায়ী সরকারি বা বড় সংস্থার চাকুরি এই বিপন্ন সময়ে একজায়গায় নেই। কিন্তু সমস্ত মানবজাতির সবরকম বিপদের কারণ একটাই।

কানেটি আর এক ধরনের জনতার কথা বলেছেন, যার নাম দিয়েছেন প্রতিষেধ বা Prohibition জনতা কানেটির দেওয়া সংজ্ঞায় Corona crowd কে প্রতিষেধ জনতা বলা যাবে না। কারণ, তিনি ধর্মঘটী শ্রমিকদের কথা বলেছেন, যারা সংগঠিতভাবে বাধা দেয় যারা কাজ করতে আসে তাদের। বলা যেতে পারে, যে জনতাকে লকডাউন মানতে হচ্ছে। যাদের জন্য স্বাভাবিক জীবন, নিত্যকার জীবন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তারাই প্রতিষেধ বা প্রহিবিশন জনতা

এই জনতা যে ভাষা বোঝে তা নির্দেশের ভাষা বা Command language কানেটির মতে, এই নির্দেশের ভাষাই মানুষের আদিমতম ভাষা, যখন বাচিক ভাষার সৃষ্টি হয়নি। এমনকী মানুষ যখন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হএয় ওঠেনি, তখন কেবল বুঝত কমান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও এই ভাষা শিখেছিল এবং এখন বুঝতে পারে বলে পশুদের—বাড়ির বা সার্কাসের, নানা নির্দেশ পালন করতে শেখানো যায়।

জনতাকে নির্দেশ দেন নেতা বা সরকার এবং জনতা তা পালন করে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একশো তিরিশ কোটি ভারতবাসী বাতি জ্বালায়, থালা বাজায়। কিন্তু এমন নির্দেশ যে সবসময় প্রধানমন্ত্রীর মতো নেতার কাছ থেকেই আসে, তা নয়। যিনি বা যাঁরা নির্দেশ দেন, বিশেষ করে, যে ব্যক্তি নিজেই জননেতা বনে যান, সেইরকম ব্যক্তি এবং যে জনতা শক্তি অর্জন ও প্রয়োজন করে তাদেরমনস্তত্ত্ব ও ক্ষমতার প্রৃতি কী--- তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কানোটি, বিশেষত শেই শক্তি যখন মানুষকে সমাজবিরোধী বা ধ্বংসপ্রবণ করে দেয় রাস্তায় একটি লোককে কয়েকজন পেটাচ্ছে, লোকটি আর্ত চিৎকার করছে, আমি করিনি, আমি করিনি,ক্রমশ জনতা নির্দেশ পেয়ে যায়, কিছু না জেনেই চাঁদা করে লোকটিকে মারতে থাকে। কেন মারলেন লোকটিকে? জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাবেন, ঠিক জানি া, বোধহয় পকেটমার এইরকম জনতাই ---কানেটি বলেছেন---যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করতে বলেছিল। আবার পরস্পরবিরোধী ধর্মমত ও রাজনৈতিক মতের জন্য পরস্পরবিরোধী জনতাবদ্ধ হয় মানুষ। কিন্তু মতবিরোধীতা সত্ত্বেও নানা মতের জনতাবদ্ধ মানুষ বা সম্প্রদায় এক বিশাল জনতায় শামিল হয়ে যায় করোনা ভাইরাসের মতো সর্বাত্মক বিপদের সময়।

তবু এমন ব্যক্তিমানুষের অভাব নেইষ যাঁরা জনতায় ভিড়তে চান না। যাঁরা অজ্ঞতা বিপদ এড়াছে জনতা এনিয়ে চলেন তাঁদের কথা বলছি না, অর্থাৎ যাঁরা কোনও ঝুটঝামেলায় থাকতে চান না। সেই গল্পটা মনে পড়বে। প্রজাদের জমায়েত হতে বললেন রাজা একদিন। তারপর সমবেত প্রজাদের বললেন, যারা বউয়ের নির্দেশ মেনে চলো, তারা আমার বাঁদিকে দাঁড়াও। আর যারা মানো না, তারা আমার বাঁদিকে দাঁড়াও। আর যারা মানো না, তারা ডানদিকে জড়ো হও। দেখা গেল সকলেই রাজার বাঁদিকে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল একটি অতি নিরীহ ভীতু চেহারার লোক বাঁদিকে দাঁড়াল। রাজা অবাক হয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি তো খুবই সাহসী, তুমি বউয়ের নির্দেশ মেনে চলো না? লোকটি ভয় পেয়ে বললে, মহারাজ আমি বউয়ের নির্দেশেই ভিড় এড়িয়ে চলি। আমার বউ বলে দিয়েছে যেদিকে বেশি লোক, সেদিকে যাবে না।

সাধারণত, তিন ধরনের ব্যক্তি জনতাকে এড়িয়ে চলেন। যাঁরা নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী---অভিজ্ঞাত, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্টজন, প্রবীণ চিন্তানায়ক---তাঁরা সব ব্যাপারে জনতার অনুযায়ী হন না, কিন্তু জনস্বার্থে পালনীয় সরকারি নির্দেশ অমান্য করেন না। আর, যাঁরা ওই ভীতু লোকটির স্ত্রী-র মতো ঝামেলায় জড়াতে চান না তাঁরাও রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করে আরও বড় ঝামেলায় পড়তে চাইবেন না। তৃতীয়ত, এখ ধরনের ব্যক্তি, ব্যক্তি না বলে জনতা বা সাধারণ মানুষ বলাই ভাল যাদের কেবল আমাদের দেশেই হয়তো দেখা যাবে, যাদের নাগরিক জীবনের আইন কানুন, বা সরকারি নির্দেশ অমান্য করাই স্বভাব। লকডাউনের প্রাথমিক বিধিনিষেধ যেহেতু জনতা থেকে দূরে থাকা, প্রথম দুই ধরনের লোকেদের লকডাউনে অসুবিধা নেই কিন্তু যারা স্বভাবত আইন অমান্যকারী তাদের জন্য পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীকে সর্বক্ষণ টহল দিতে হচ্ছে। আমাদের শেষ জিজ্ঞাসা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ মানুষের সমষ্টি যে জনতা তার সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়ন কী? প্রাচীন গ্রিসেই গণতন্ত্রের জন্ম। মূলত democracy মানেই ছিল জনতার ক্ষমতা। প্রাচীন গ্রিক ভাষায় demos মানে সাধারণ জনগণ এবং Krati র অর্থ ক্ষমতা। এক সময় সেখানে ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র ছিল, শহরের জনগণ একত্রে জমায়েত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কে। সুতরাং গণতন্ত্র ছিল জনতার শাসন। এই জনতা অবশ্য শহরের সম্পত্তির মালিক অভিজাতদের দাস শ্রমিকদের কোনও ভূমিকা ছিল না সেই জনতায়। আধুনিক কালের জনতার রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে নির্বাচনে। কিন্তু ক্ষমতা প্রকাশ ও প্রয়োগে জনতার মূল্যায়ন হয় না। শেক্সপিয়রের সময় পৃথিবীর কোথাও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধারণাই ছিল না। প্রাচীন রোমেও সরকার নির্বাচিত হত না তবে সেখানে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এক মিশ্র শাসনব্যবস্থা ছিল। শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকে রোমান জগণের যে পরিচয় পাই, তারা প্রকৃত রোমের না শেক্সপিয়রের সমকালীন ইংল্যান্ডের, তা না জানলেও জনগণের ওই ক্ষমতা ও দুর্বলতা দুটোরই দৃষ্টান্ত আজও পাওয়া যাবে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রোমান জনতার সামনে বক্তৃতা করেন ব্রুটাস, একজন আদর্শবাদী, দার্শনিক রিপাবলিকান নেতা, যিনি সিজারের অন্যতম হত্যাকারী। তিনি জনগণকে বোঝান যে সিজার সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে একনায়ক হতে চাইছিলেন বলে তিনি তাঁকে হত্যা করেছেন। জনতা ব্রুটাসের বক্তৃতায় মুগঘ হয়, কিন্তু তাঁর আদর্শবাদের কিছু না বুঝেই দাবি করে লেট হিম বি সিজার। আবার যখন ব্রুটাসের বিরোধী নেতা মার্ক অ্যান্টনি বক্তৃতা কনে ব্রুটাসের পরেই, এবং জনতার কাছে আবেময় ভাষায় সিজারের নানা যুদ্ধজয়ের গৌরব কাহিনি শোনান ও জনদরদি ভাবমূর্তি বর্ণনা করেন, তখন সেই জনতাই ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রুটাস ও তার সমর্থকদের তাড়া করে হত্যা করার জন্য। একে কী বলব, সাধারণ মানুষের অবিমৃশ্যকারিতা? (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

কোভিড জনিত অন্যতম জটিলতা প্রাণঘাতী আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিস

ডা. প্রকাশ মল্লিক

কোভিড ১৯-এর যে সমস্ত জটিলতা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার প্রবণতা। অনেক রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পরও করোনা সারার পরও বাড়ি এসে রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যার জন্য পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাচ্ছে, অথবা রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে।

শিরায় এতদিন রক্ত জমাট বাঁধার কেস পেয়েছেন চিকিৎসকরা, তবে ইদানিং আর্টারি বা ধমনিতে কোভিড রোগীদের রক্ত জমাট বেশি করে বাঁধছে। ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলা হয় আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিস। বিশেষ করে হাত ও পায়ের ধমনিতে এটা বেশি হচ্ছে। এই রক্ত জমাট ধমনিতে এটা বেশি হচ্ছে। এই রক্ত জমাট ধমনিতে হলে সেখানে অক্সিজেনবাহী রক্তের প্রবাহ কমে যায়, এর ফলে ওই স্থানে গ্যাংগ্রিন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

কোনও সময় পায়ে হলে পা বা হাতে হলে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না রোগীর জীবন বাঁচাতে। এই ক্লটগুলি শরীরের যে কোন অংশে ঘুরে বেরিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

কেন হয় আর্টারির থ্রম্বোসিস?

বিভিন্ন সমীক্ষা দেখিয়েছে কোভিড ১৯ জনিত সংক্রমণের ফলে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। এই ঘন হওয়া রক্ত শরীরের ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে কোথাও জমাট বেঁধে ক্লট তৈরি করে। তবে রক্ত কেন কোভিডের পরে পুরু হয়ে যায় তার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি।

কোভিড পজিটিভ হলেই কি রোগীর এটা হবে?

না। প্রায় শতাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা দেখেছেন কোভিড থেকে সেরে ওঠার দু থেকে তিন সপ্তাহ পরে এই সমস্যাটি দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে রোগীকে যখন হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পরে সে বাড়ি চলে আসছে। এই উপসর্গগুলি প্রথমদিকে রোগী খুব একটা বুঝতে পারেন, না বা বুঝলেও গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে রোগটি জটিল আকার ধারণ করে। আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিসের উপসর্গসমূহ কোভিড ১৯ জনিত আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিসের মোট পাঁচটি প্রাথমিক উপসর্গ থাকে, যা দেখে রোগটিকে চিনে নেওয়া যায়, প্রথম উপসর্গ হল ব্যথা, পায়ে বা শরীরের যেখানে রোগটি হয়েছে সেখানে গোড়ায় ব্যথা হতে থাকে, পরে ক্রমশ এই ব্যথা বাড়তে থাকে। এর পরের ধাপে হাতের বা পায়ের বুড়ো আঙুল সহ অসাড় ভাব তৈরি হয়, তৃতীয় ধাপে এই অঞ্চলগুলি প্যারালাইসিস হয়ে যায় যে সেগুলি নাড়ানো বা তা নিয়ে চলাফেরা করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

পরবর্তী ধাপে এসে ওইসব অঞ্চলে রকতপ্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে জায়গাটি বিবর্ণ হয়ে যায়, কোনও কোনও সময় ঘন নীলচে বা কালো রং ধারণ করে। এটা লে বুঝতে হবে গ্যাংগ্রিন সেখানে সবে শুরু হয়েছে। একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে রোগী ওইসব অঞ্চলে কোনও অনুভূতি পান না। এইসব উপসর্গ নিয়ে যদি রোগী চিকিৎসকদেরকাছে যান এবং প্রাথমিক অবস্থাতে চিকিৎসা শুরু হয়, তাহলে রোগামুক্তি সম্ভব।

রোগী কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন?

আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিসের ক্ষেত্রে প্রথম ছয় থেকে আট ঘণ্টাকে গোল্ডেন পিরিয়ড বলে ধরা হয়। যদি এর মধ্যে রোগী উপসর্গ দেখে ভাস্কুলার সার্জেনের কাছে, যান তাহলেতার অঙ্গহানি হয় না। প্রকৃত চিকিৎসায় হাত বা পায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বাদ দিতে হয় না। রোগনির্ণয় যেভাবে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগী হাসপাতালে এলে ভাসকুলার সার্ডেন তাকে ক্লিনিক্যাল এগজামিনেশন করেই রোগ নির্ণয় করেন। এর পরে কোয়ায় কোথায় ক্লট আছে তা দেখার জন্য ভাস্কুলার ডপলার নামক একটি বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। এই কালার ডপলার একটি উন্নত মানের সোনোগ্রাফি যেখানে ধর্মনির কোথায় ব্লকেজ আছে তা ধরা হয়। শরীরের যেই অংশে সমস্যা সেখানে এই কালার ডলপার করা হয়। এরপরে বেশিরভাগ সেকেই অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয়। হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে যেমন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি হয়, আর্টারিয়াসঙ্কুল থ্রম্বোসিসরে ক্ষেত্রে। এতে কতটা ক্লট জমেছে তা বোঝা যায়।

চিকিৎসা রোগীকে যদি উপসর্গ দেখা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে আনা হয় তাহলে থ্রম্বোসাকশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। যেখানে অ্যাঞ্জিওগ্রাফির সঙ্গে ওষুধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দেওয়া হয়, যাতে রক্তবাহী ধর্মনিতে জমাট বাঁধা রক্ত গলে যায়। কিন্তু রোগীকে হাসপাতালে আনতে যদি দেরি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ক্লট শক্ত হয়ে যায় ও থ্রম্বোসাকশন পদ্ধতিতে বের করা যায় না। তখন ওপেন সার্জারি করতে হয়। এতে চিকিৎসার ভাষায় বলে এম্বোলেক্টোমি। রোগ হওয়ার প্রথম দু-একদিনের মধ্যে রোগী হাসপাতালে আসলে এই অপারেশনের মধ্যে রোগী হাসপাতালে আসলে এই অপারেশনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য মেলে। সময়ে রোগ নির্ণয় হলে হাত বা পায়ের ধমনিতে আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিস হলে গ্যাংগ্রিন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলত সেগুলি বাদ দেওয়ারও দরকার পড়ে না। সেজন্য কোভিড থেকে সেরে যাওয়ার পরেই রোগী ও তার বাড়ির লোকজনকে আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিসের উপসর্গ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পেট্রোল ফের মহার্ঘ্য, সামান্য স্বস্তি দিয়ে ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে পেট্রোলের দাম, তবে অনেকদিন পর দাম বাড়েনি ডিজেলের মূল্য। মঙ্গলবার অপরিবর্তিতই রয়েছে ডিজেলের দাম। মঙ্গলবার দিল্লিতে ০.৩৫ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম, ফলে রাজধানীতে এদিন পেট্রোলের দাম ১১০.০৪ টাকায় পৌঁছেছে এবং অপরিবর্তিত থাকার পর ডিজেলের দাম ৯৮.৪২ টাকা রয়েছে।মুম্বইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১১৫.৮৫ টাকা ও অপরিবর্তিত ডিজেলের দাম ১০৬.৬২ টাকা। কলকাতায় মঙ্গলবার লিটারপ্রতি পেট্রোল বিক্রি হয়েছে ১১০.৪৯ টাকায় এবং ডিজেলের অপরিবর্তিত দাম ১০১.৫৬ টাকা। চেন্নাইয়ে দাম বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ১০৬.৬৬ টাকা ও ডিজেল ১০২.৫৯ টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

৩টি সংসদীয় আসনে ভোট : মধ্যপ্রদেশ-হিমাচলে এগিয়ে বিজেপি, দাদরাতে শিবসেনা

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): গত ৩০ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের খণ্ডওয়া, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলিতে সংসদীয় আসনের উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগণনা। মধ্যপ্রদেশের খণ্ডওয়া ও হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলিতে এগিয়ে রয়েছে শিবসেনা।

মধ্যপ্রদেশের খণ্ডওয়া, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলির একমাত্র লোকসভা আসনে উপনির্বাচন হয়েছে ওই তিন কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদদের মৃত্যুর কারণে। মান্ডি কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন হিমাচলের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিংয়ের স্ত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রতিভা। দাদরা ও নগর হাভেলিতে বিজেপি-র পাশাপাশি লড়াইয়ে হয়েছে কংগ্রেস এবং শিবসেনার মধ্যে।

ভারতে ১০৬.৮৫-কোটির ঊর্ধে টিকাকরণ ২৪ ঘন্টায় ১০-লক্ষাধিক নমুনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১০৬.৮৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫২ লক্ষ ৩৯ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৬,৮৫,৭১,৮৭৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৪৪ জনকে।ভারতে ৬১.০২-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১০,০৯,০৪৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬১,০২,১০,৩৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১০,০৯,০৪৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৪২৩ জন।

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতে বিক্রমের নামে এফআইএর, নোটিশ বিজেপির

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর (হি.স.): ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার দায়ে অভিযুক্ত জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন বিজেপি এমএলসি বিক্রম রান্ধওয়া। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার দায়ে বিক্রমের নামে এফআইআর দায়ের করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এখানেই শেষ নয়, প্রাক্তন বিজেপি এমএলসি-কে নোটিশ পাঠিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর বিজেপি। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নিজের অবস্থান সম্পর্কে শৃঙ্খলা কমিটিকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে বিক্রমকে।

ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ”বেপরোয়া এবং অবমাননাকর মন্তব্য” করতে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন বিজেপি এমএলসি বিক্রম রান্ধওয়াকে। সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। পাশাপাশি বিক্রমকে নোটিশও পাঠিয়েছে বিজেপি। এ বিষয়ে বিক্রমের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিজয় মিছিলে অনুমতি নেই, জয়ী প্রার্থীর সঙ্গে থাকতে পারবেন শুধু দু”জন

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): বিজয় মিছিলে ”না” বলে দিল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে উপ-নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, ভোটগণনার পর কোনও রকম বিজয় মিছিল করা যাবে না। একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে নির্বাচনের শংসাপত্র গ্রহণের সময় জয়ী প্রার্থী অথবা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে দু”জনের বেশি কাউকে অনুমতি দেওয়া যাবে না।

মঙ্গলবারই পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে উপ-নির্বাচনের ভোটগণনা হয়েছে। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কিছু রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই শাসক দলের কর্মীরা আবির খেলায় মেতে ওঠেন। করোনা-পরিস্থিতির কারণে নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

কেন্দ্রের সহায়তায় দেশ ছেড়েছেন পরমবীর সিং : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২ নভেম্বর (হি.স.): আইপিএস অফিসার পরমবীর সিং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি, আসলে তাঁকে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। রাউতের মতে, কেন্দ্রের সহায়তায় দেশ ছেড়েছেন পরমবীর সিং। কেন্দ্রের সহায়তা ছাড়া তিনি দেশ ছাড়তেই পারেন না। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের গ্রেফতারি প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, পরমবীর সিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে অনিল দেশমুখকে। যা দুর্ভাগ্যজনক ও অনৈতিক।

উল্লেখ্য, মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ কয়েকটি মামলা দায়ের করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। সম্প্রতি মুম্বই ও থানে-তে তোলাবাজির মামলায় পরমবীরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। পরমবীর সিং আবার মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দেওয়ার পর সোমবার রাতেই গ্রেফতার করা হায়েক অনিল দেশমুখকে।

কাবুলের হাসপাতালে বোমা-গুলিতে মৃত ১৯, জখম কমপক্ষে ৫০

কাবুল, ২ নভেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। মঙ্গলবার কাবুল শহরের পুলিশ জেলা ১০ একালে দু”টি বিস্ফোরণ হয়। প্রথম বিস্ফোরণটি হয় সর্দার মহম্মদ দাউদ খান হাসপাতালের একেবারে সামনে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি হয় হাসপাতালের কাছেই একটি এলাকায়। বিস্ফরণস্থল থেকে এলোপাথাড়ি গুলির শব্দও শোনা যায়। কাবুলের হাসপাতালে হামলার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের এবং কমপক্ষে ৫০ জন জখম হয়েছেন।

আভ্যন্তরীন মন্ত্রকের মুখপাত্র সাঈদ খোস্তি জানিয়েছেন, একটি বিস্ফোরণ হয় সর্দার মহম্মদ দাউদ খান হাসপাতালের গেটের সামনে। বিস্ফোরণের পরই গুলির শব্দ শোনা যায়। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই হামলায় মোট ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং জখম অবস্থায় ৫০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

অসম : পাঁচ কেন্দ্রেই জিতছে বিজেপি-জোট বেহাল বিরোধী কংগ্রেস-এআইইউডিএফ

মরিয়নিতে রূপজ্যোতি কুর্মি, থাওড়ায় সুশান্ত বড়গোহাঁই, ভবানীপুরে ফণীধর তালুকদার এবং গোসাঁইগাঁওয়ে জিরন বসুমতারি বিজয়ী

গুয়াহাটি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফকে ধরাশায়ী করে প্রত্যাশা মতোই পাঁচ আসন যথাক্রমে ২৮ নম্বর গোসাঁইগাঁও, ৪১ নম্বর ভবানীপুর, ৫৮ নম্বর তামুলপুর, ১০১ নম্বর মরিয়নি এবং ১০৭ নম্বর থাওড়া আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপি এবং শরিক ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর প্রার্থীরা। ইতিমধ্যে মোট পাঁচটি আসন যথাক্রমে মরিয়নিতে রূপজ্যোতি কুর্মি, থাওড়ায় সুশান্ত বড়গোহাঁই, ভবানীপুরে বিজেপি প্রার্থী ফণীধর তালুকদার, গোসাঁইগাঁওয়ে ইউপিপিএল প্রার্থী জিরন বসুমতারি এবং তামুলপুর আসনে জোটশরিক ইউপিপিএল প্রার্থী জলেন বসুমতারিকে বিজয়ী বলে সরকারিভাবে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক দফতর সূত্রের খবরে জানা গেছে, মরিয়নিতে ৪০,১০৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রূপজ্যোতি কুর্মি। রূপজ্যোতি পেয়েছেন মোট ৫৫,৪৮৯টি ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী লোহিত কেঁওর ভোট পেয়েছেন মাত্র ১৫,৩৮৪টি ভোট। এছাড়া নির্দল (রাইজর দল) প্রার্থা সঞ্জীব গগৈ ১৫,১৪৯টি, অসম সংগ্রামী মঞ্চের গোপাল ঘাটোয়ার ১,৩৬৯টি ভোট পেয়েছেন। মরিয়নিতে নোটায় ভোট পড়েছে ১,৫১৫টি।

মরিয়নি আসনে এবার পোস্টাল ভোট ছিল ৩৮৫টি। ভোটগণনার পর পোস্টাল ব্যালটে ১০৯টি ভোট বাতিল হয়েছে। এছাড়া পোস্টাল ব্যালটে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ১৫২টি, কংগ্রেস প্রার্থী ৬৩টি, রাইজর দল ৪৩টি এবং অসম সংগ্রামী মঞ্চের প্রার্থী পেয়েছেন ৩-টি ভোট।

এদিকে থাওড়ায় বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত বড়গোহাঁই তাঁর নিকটতম রাইজর দলের প্রার্থী ধৈর্য কেঁওরকে ৩০,৫৬১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। সুশান্ত পেয়েছেন ৫৪,৯৫৬টি ভোট এবং নির্দল (রাইজর দল)-এর প্রার্থী ধৈর্য কেঁওরের ঝুলিতে গেছে ২৪,৩৯৫টি ভোট। এছাড়া নোটায় ভোট পড়েছে ৭০৬টি।

ভবানীপুরে বিজেপি প্রার্থী ফণীধর তালুকদার ২৫,৬৪১টি ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসের শৈলেন দাসকে পরাজিত করেছেন। ফণীধর পেয়েছেন মোট ৬৪,২০০টি ভোট এবং কংগ্রেসের শৈলেন দাস পেয়েছেন ৩৮,৫৫৯টি ভোট। ভবানীপুরে নোটায় ভোট পড়েছে ১,১২০টি।

এদিকে গোসাঁইগাঁও বিজেপি-জোট ইউপিপিএল-এর প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। গোসাঁইগাঁওয়ে ভোটগণনার তথ্য অনুযায়ী ইউপিপিএল প্রার্থী জিরন বসুমতারি কংগ্রেস প্রার্থী জুয়েল টুডুর চেয়ে ২৮,২৫২ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করেছেন। ইউপিপিএল প্রার্থী জিরন বসুমতারি পেয়েছেন ৫৮,৭৬৯ এবং কংগ্রেস প্রার্থী জুয়েল টুডু পেয়েছেন ৩০,৫১৭টি ভোট। এআইইউডিএফ প্রার্থীর ঝুলিতে গেছে মাত্র ১৯,১৯৪টি ভোট। ওই আসনে বিপিএফ প্রার্থী ধ্রুবকুমার ব্রহ্ম নার্জারি ভোট পেয়েছেন ২০,১৭৮টি। নোটায় ভোট পড়েছে ১,৩৬৯টি।

তামুলপুরে বিজেপি-জোট শরিক ইউপিপিএল প্রার্থী জলেন দৈমারি তাঁর নিকটতম নির্দল প্রার্থী গণেশ কছারিকে ৫৭,০৫৯ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। জলেন পেয়েছেন ৮৬,৬৭৮ এবং গণেশের ঝুলিতে গেছে ২৯,৬১৯টি ভোট। তামুলপুরে কংগ্রেস প্রার্থী ভাস্কর দাহাল পেয়েছেন মাত্র ৭,১৫৮টি ভোট। তামুলপুরে নোটায় ভোট পড়েছে ২,৯০৬টি।

প্রতারণার অভিযোগ, অসমে ঠিকাভিত্তিক ৭০ জন শিক্ষককে শোকজ নোটিশ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার

হাফলং (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : অসমে ঠিকা ভিত্তিক ৭০ জন শিক্ষককে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছেন রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা মমতা হোজাই। রাজ্যের বিভিন্ন হাইস্কুলে ঠিকা ভিত্তিক কর্মরত ৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এঁরা ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়ার বিপরীতে অন্যত্র চাকরি করছেন। এ ধরনের জালিয়তির অভিযোগ ওঠার পরই রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকরণ নড়েচড়ে বসে।

গত ২৯ অক্টোবর রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা মমতা হোজাই এই শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুলসমূহের পরিদর্শকের কাছে। রাজ্যের যে ৭০ জন ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে গুরুতর এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে এর মধ্যে ডিমা হাসাও জেলার তিনজন এবং কারবি আংলং জেলার চারজন রয়েছেন। ডিমা হাসাও জেলার তিনটি হাইস্কুলের মধ্যে খারতুং হাইস্কুল, গুঞ্জুং হাইস্কুলের দুই শিক্ষিকা এবং লেইবি হাইস্কুলের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে যে এঁরা ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকতা করার পাশাপাশি অন্যত্র চাকরি করে যাচ্ছেন। দুই জায়গা থেকেই এঁরা বেতনও নিচ্ছেন।

ডিমা হাসাও জেলার স্কুল পরিদর্শক বীরেনসিং ইংতি রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা মমতা হোজাইয়ের কাছ থেকে এই শোকজ নোটিশ আসার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগ এই তিন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। বিভাগীয় স্তরে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়ে এর বেশি কিছু বলতে চাননি ডিমা হাসাও জেলার স্কুল পরিদর্শক। তবে তিনি বলেন, এই তিন শিক্ষক-শিক্ষিকার নিজের ভুলের জন্যই এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন হাইস্কুলে ঠিকা ভিত্তিক কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন অনলাইন হওয়ার পরই এ ধরনের বিষয়টি নজরে আসে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকরণে। এতে দেখা গেছে এই ৭০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অন্যত্র এঁরা চাকরি করছেন, সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও নিচ্ছেন। তাছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা তাঁদের ব্যাংকের খাতায় জমা হচ্ছে।

বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রতিবাদ, শুভেন্দু অধিকারীকে শ্রদ্ধা

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিধানসভায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানালেন রাজ্য উদ্বাস্তু শাখার আহ্বায়ক ডঃ মোহিত রায়।

সোমবার শুভেন্দুবাবু দলের বিধায়কদের নিয়ে এ ব্যাপারে বিধানসভায় সরব হয়েছেন। মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেছেন। মঙ্গলবার মোহিতবাবু এই প্রতিবেদককে জানান, “শুধু দল নয়, আজ সব বাঙ্গালী হিন্দুর নেতা শুভেন্দু অধিকারী। যখন অন্যরা কতটা বলব, কি বলব নিয়ে দ্বিধায় ভুগছেন, তখন তিনিই বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পৌঁছে দিলেন বিধানসভায়। এই বিষয়ে তিনিই প্রথম চিঠি লেখেন প্রধানমন্ত্রীকে, কারো অনুমতির অপেক্ষা না করে প্রতিবাদ জানিয়ে আসেন বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে। আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। রাজ্য উদ্বাস্তু সেল।”

এদিকে, রাজ্য উদ্বাস্তু সেল জানিয়েছে, শারদীয় দুর্গাপূজার মণ্ডপ ও অন্যান্য মন্দির সহ হিন্দু সমাজের উপর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সারা দেশে শ্যামাপূজায় দীপাবলী পালন করবে না। বাংলাদেশের সনাতনধর্মীদের উপর এই আক্রমণের প্রতিবাদে ও তাঁদের সঙ্গে সহমর্মিতায় পশ্চিমবঙ্গেও সমস্ত বিজেপি সদস্য, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী ও সনাতনধর্মী সকল মানুষের কাছে আমাদের আবেদন যে এবার ৪ঠা নভেম্বর কালীপূজার রাতে নিজেদের বাড়িতে কোন আলোকসজ্জা করবেন না বা প্রদীপ / মোমবাতি জ্বালাবেন না।

কালীপূজার দিনে নিজেদের বাড়ির সামনে এ ব্যাপারে পোস্টার দেয়ালে লাগাবেন যাতে প্রতিবেশীরা কেন আপনার বাড়ি অন্ধকার জানতে পারেন। বাংলাদেশে দুর্গাপূজার ও মন্দিরের উপর আক্রমণ, হিন্দুদের বাড়িঘর ধবংস, হত্যার প্রতিবাদে এবার দীপাবলীতে আমরা আলোকসজ্জা করব না।“ নিজের বাড়িতে লাগানো পোস্টারের ছবি এদিন সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করেছেন মোহিত রায়।

শাহরুখের জন্মদিনে মন্নতের সামনে ভিড় ভক্তদের

মুম্বই, ২ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার ৫৬ বছর পূর্ণ করে ৫৭-তে পা দিলেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। ২ নভেম্বর প্রতিবছরই জন্মদিনের এই বিশেষ দিনটিতে ভক্তদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান বলিউড বাদশাহ। এদিন সকাল থেকেও তাঁর বাড়ির বাইরে ভিড় জমিয়েছেন লক্ষ লক্ষ শাহরুখ ভক্ত। মন্নতের বাইরে জোরকদমে শুরু হয়েছে শাহরুখের জন্মদিন পালন। কিং খানের বাড়ির বাইরে ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে সকাল থেকেই রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে মুম্বই পুলিশ।

প্রতিবছরই এই দিনে সকাল সকাল মন্নতের ছাদে এসে ভক্তদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন বাদশাহ। এই বছরও তিনি বাড়ির বাইরে আসবেন কিনা এখনও সেটা স্পষ্ট নয়। এই বছর কিছুটা আলাদা। প্রায় এক মাস পরে সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন শাহরুখপুত্র আরিয়ান খান। গত ২ অক্টোবর একটি ক্রুজ পার্টি থেকে গ্রেফতার করা হয় আরিয়ানকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি মাদক নিতেন এবং মাদকের লেনদেনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এরপর প্রায় একমাস ধরে চলে দীর্ঘ টানাপোড়েন। অবশেষে শুক্রবার ভাগ্য সহায় হয়েছে শাহরুখের। কোনওক্রমে ছেলেকে জামিনমুক্ত করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। তবে তাতে ভক্তদের উচ্ছ্বাসের যে কোনও কমতি নেই। তারই প্রমাণ দিচ্ছে মঙ্গলবার সকালে মন্নতের বাইরে বাঁধ ভাঙা জনজোয়ার। পুলিশ সূত্রে খবর, মন্নতের একেবারে সামনে পৌঁছতে সোমবার রাত থেকেই অনেকে রাস্তায় বসে অপেক্ষা করছেন শাহরুখের জন্য। মঙ্গলবার ভোর হতে না হতেই বাড়তে থাকে ভক্তকুলের ভিড়। সেই কারণে মঙ্গলবার ভোর থেকেই মন্নতের সামনে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খাচ্ছেন পুলিশকর্তারা।

কোভিড-সংক্রমণ নিম্নমুখী ভারতে আরোগ্যের হার বেড়ে ৯৮.২১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক-সংক্রমণ আরও কমে গেল, মৃত্যুর সংখ্যা চিন্তা বাড়িয়ে ৪০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৪২৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৪৩ জনের। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৫,০২১ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.২১ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৫৩,৭৭৬ জন (২৫০ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন), বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ৫,০৪১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১০,৪২৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৩৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৫২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৪৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০৬,৮৫,৭১,৮৭৯ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৪৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৮,৮৮০ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৫,০২১ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৬,৮৩,৫৮১ জন করোনা -রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২১ শতাংশ।

১৪-রাজ্যে উপ-নির্বাচন : বঙ্গের ৪ আসনেই এগিয়ে তৃণমূল, হিমাচলে সব কেন্দ্রে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): উপ-নির্বাচনের ভোটগণনা চলছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১৪টি রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গের ৪টি আসনেই এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। হিমাচল প্রদেশের তিনটি বিধানসভা নেই এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশে দু”টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস একটি আসনে। মঙ্গলবার উপ-নির্বাচনের ভোটগণনা চলছে অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, বিহার ও হরিয়ানা, মেঘালয়, মিজোরাম, রাজস্থান ও তেলেঙ্গানায়।

অন্ধ্রপ্রদেশে একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি, ওসি বিজেপি এগিয়ে তিনটি আসনে এবং ইউপিপিএল দু”টি আসনে। বিহারে জেডিইউ ও আরজেডি একটি করে আসনে এগিয়ে রয়েছে। হরিয়ানায় একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে আইএনএলডি। মেঘালয়ে একটি করে আসনে এগিয়ে রয়েছে এনপিপি ও ইউডিপি, মিজোরামের একটি আসনে এগিয়ে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, রাজস্থানের দু”টি আসনেই এগিয়ে রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানার একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি।

প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর, গুলমার্গের তাপমাত্রা কমে মাইনাস ২ ডিগ্রি

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর (হি.স.): রাতের তাপমাত্রা হু হু করে নামছে কাশ্মীরে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ-কাশ্মীর উপত্যকার নানা প্রান্ত। মঙ্গলবার গুলমার্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে মাইনাস ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, আগের রাতেই শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার কাজিগুন্দে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাশ্মীরের পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠান্ডায় কাঁপছে লাদাখও। সেখানেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে। কাশ্মীরের পাহাড় এখন সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে।

লেডি হার্ডিঞ্জ হাসপাতালে মনসুখ, চিকিৎসক ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডোভিয়া। কেন্দ্র-চালিত লেডি হার্ডিং মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্বাস্থ্যসেবা জনবান্ধব করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

পাশাপাশি করোনা-মোকাবিলায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মনসুখ। কোভিড-মহামারীর সময় চিকিৎসক ও নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মূলত স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি জনবান্ধব করে তোলার কথাই বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

রাজস্থানের ধারিয়াওয়াড়ে জয়ী কংগ্রেস, হিমাচলের তিনটি আসনই হাতের দখলে

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): গত ৩০ অক্টোবর দেশজুড়ে তিনটি সংসদীয় আসন ও ২৯টি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগণনা। রাজস্থানে বিধানসভা উপ-নির্বাচনে ধারিয়াওয়াড় বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। বল্লভনগরে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। ৩০ অক্টোবর ভোট হওয়া হিমাচল প্রদেশের তিনটি আসনেই জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। হিমাচল প্রদেশের ফতেহপুর, জুব্বাল-কোঠকাই ও আরকি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। পাশাপাশি নাগাল্যান্ডের একমাত্র বিধানসভা কেন্দ্র শামতোর চেস্সরে জয়ী হয়েছে ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি। পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভা আসনেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে ধরাশায়ী বিজেপি। মিজোরামের একমাত্র বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই দাম বাড়ছে পেট্রোপণ্যের : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত সাধারণ মানুষের। দাম বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর ছড়াচ্ছে বিরোধীরা। এমতাবস্থায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, ”’’ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই দাম বাড়ছে পেট্রোপণ্যের।’ দেশজুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। দাম বাড়ছে গ্যাসের সিলিন্ডারেরও। পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সকালে ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণের সময় দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, ’কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্যে জিএসটি আনতে চাইছেন।পেট্রোলের দাম হটাৎ বাড়েনি। মনমোহন সিং, ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকে বেড়েছে।’

বিজেপি-ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন রাজীব বন্দোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গে রাজীবকে আক্রমণ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, ”’’রাজনীতির স্তর পতন হচ্ছে। সাধারণ মানুষের চোখে এটাই চিন্তার বিষয়। বিজেপির লোকেরা ঠিক আছেন। যারা সুযোগ সন্ধানী তাঁদের পক্ষে অসুবিধা হয়। তারা কি করবে বুঝতে পারছিলেন না। কামাই নাই অন্য কিছু নাই। সবাইকে পদ দেওয়া হয়েছে। সম্মান দেওয়া হয়েছে, টিকিট দেওয়া হয়েছে। বিজেপির অন্দরে কোনও সমস্যা নেই ”’’।

গাজিপুরে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া ট্রাক, মৃত্যু ৬ জনের

গাজিপুর, ২ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিপুর জেলায় নিয়ন্ত্রণে হারিয়ে রাস্তার ধারে অবস্থিত চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল নিয়ন্ত্রণহীন একটি ট্রাক। সেই সময় ওই চায়ের দোকানে অনেকেই বসেছিলেন। ট্রাকের ধাক্কায় ও চাকায় পিষে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজিপুরের মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত গাজিপুর-বলিয়া সড়কে আহিরাউলি গ্রামে। মৃতদের নাম-উমাশঙ্কর যাদব (৫০), গোলু যাদব (১৫),বীরেন্দ্র রাম (৪৫), সত্যেন্দ্র ঠাকুর (২৮), চন্দ্রমোহন রাই (৪৫) এবং শ্যাম বিহারি কুশওয়াহ। উমাশঙ্কর, গোলু, বীরেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি জিয়ানদাসপুর গ্রামে। চন্দ্রমোহন ও শ্যাম বিহারি আহিরাউলি গ্রামের বাসিন্দা।

জেলাশাসক এস পি সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে গাজিপুর-বলিয়া সড়কের ধারে আহিরাউলি গ্রামে অবস্থিত চায়ের দোকানে অনেকে বসেছিলেন। সেই সময় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। মৃত্যু হয় ৪ জনের। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় চন্দ্রমোহন ও শ্যাম বিহারি নামে দু”জন-সহ ৬ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় চন্দ্রমোহন ও শ্যাম বিহারির।

দুর্ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সড়ক অবরুদ্ধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পাওয়ার পর পৌঁছে যায় মহম্মদপুর থানার পুলিশ বাহিনী। ক্ষুব্ধ জনতাকে বোঝানোর পর সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। ৬ জনের মৃত্যু ও ৪ জন আহত হওয়ার দুঃসংবাদ শুনে দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফুসফুসের ক্যান্সার

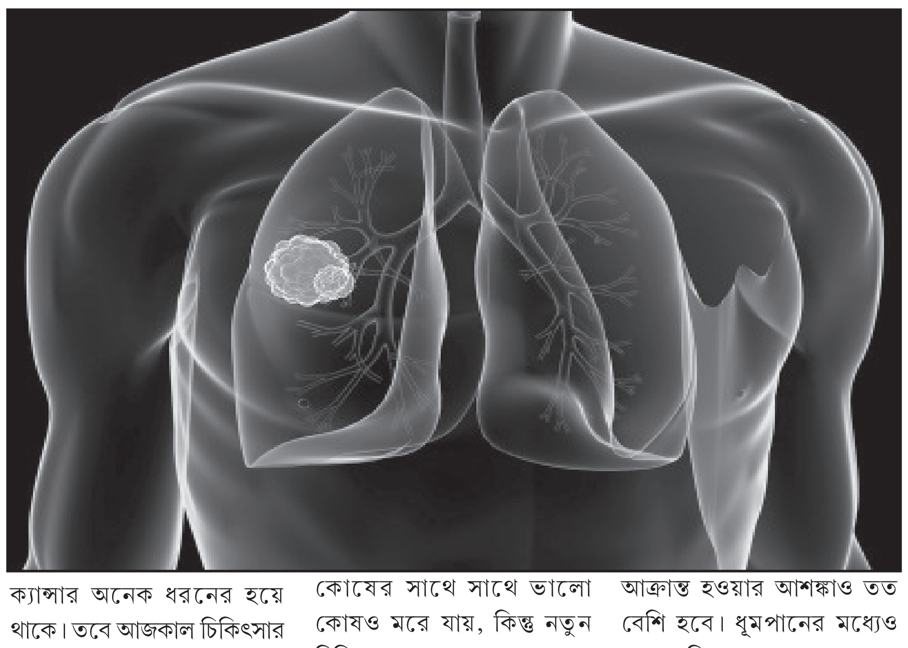

বিশ্বজুড়ে পুরুষের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার এবং মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের দেশের অবস্থাও অনুরূপ। ব্যাপক ও অবাধ ধূমপান, খাবারের মেনুতে চর্বিযুক্ত খাবারের আধিক্যের জন্য এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যজ্ঞান সম্বন্ধে অসচেতনতার জন্য দুটি রোগ বেড়ে যাচ্ছে. ফুসফুসের ক্যান্সার এবং চিকিৎসার অগ্রগতির ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান লাভের নেশায় সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের আমন্ত্রণে দুই সপ্তাহের জন্য সেখানে অবস্থান করি। ক্যান্সার একটি মারাত্মক জটিল ব্যাধি। জটিলতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে এইডসের পরেই ক্যান্সারের স্থান। ক্যান্সার হল শরীরের কোষকলার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকৃতি। বিজ্ঞানীরা চিৎিসাবিজ্ঞানে অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার দাবি করলেও আজ পর্যন্ত ক্যান্সারের যথাযোগ্য প্রতিষেধক উদ্ভাবন করতে পারেননি। আসলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে সফলতা এতদিন অর্জন করেছেন তা বেশিরভাগই জীবাণুঘটিত রোগের ক্ষেত্রে। অ্যান্টিবায়োটিকের কল্যাণে যক্ষ্মাসহ যেকোনো জীবাণুঘটিত রোগের নিরাময় মানুষের কাছে এখন খোলামেলা ব্যাপার। কিন্তু যে রোগের জীবাণুই নেই, সেখানে করার কি আছে?

এখানেই এতদিন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ছিলেন নিরুপায়।

সিঙ্গাপুরের ক্যান্সার সেন্টারে কাজ করে মনে হয়েছে, ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসার নাটকীয় সাফল্য অর্জিত হতে যাচ্ছে। ফুসফুসের ক্যান্সার ফুসফুসের ক্যান্সার অনেক ধরনের হয়ে থাকে। তবে আজকাল চিকিৎসার সুবিধার জন্য ফুসফুসের ক্যান্সারকে আমরা দুই ভাগ করে থাকি। স্মল সেল লাং ক্যান্সার ওনন স্মল লং ক্যান্সার এ দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি আমরা। স্মলসেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসার খরচ বেশ কম। ক্যাম্পটো নামে ওষুধটি প্রয়োগ করে এর চিকিৎসায় বেশ ভালো ফলপাচ্ছি। আরননস্মল সেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসায় বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে টেক্সোটিয়ার নামে ওষুধ। তবে এটি মোটামুটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা। টেক্সোটিয়ার আর সিসপ্ল্যাটিনের মিলিত ব্যবহার নন স্মলসেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যাপক সাফল্য বয়ে নিয়ে এসেছে। টেক্সোটিয়ার এই শতাব্দীতে ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি বিস্ময়কর অবদান রাখবে ব লে আশা করা যায়। বর্তমানে ক্যান্সার নিরাময়ে কেমোথেরাপি ও বিকিরণ চিকিৎসার প্রচলন রয়েছে। এই ধারার চিকিৎসায় রোগীর খারাপ কোষের সাথে সাথে ভালো কোষও মরে যায়, কিন্তু নতুন চিকিৎসায় শুধু ক্যান্সার সংক্রান্ত টিসুই লক্ষ্যবস্তু হবে। অর্থাৎ কেবল খারাপ কোষই মারা পড়বে, ভালো কোষের কোনো ক্ষতি হবে না। এই চিকিৎসায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম এবং এতই সম্ভাবনাময় যে, ক্যান্সার হয়ত অদূর ভবিষ্যতে জীবাণুঘটিত রোগের মতো চিকিৎসাযোগ্য হয়ে উঠবে। ট্যাক্সোটিয়ার নামে ওষুধটি ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রথম ও দ্বিতীয়পর্যায়ের চিকিৎসা হিসেবে প্রচলিত চিকিৎসার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। মানুষ যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, এই উদ্ভাবন আবিষ্কারগুলো তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

তবে ফুসফুসের ক্যান্সার যাতে না হ তে পারে তার দিকেই বেশি খেয়াল রাখতে হবে। ফুসফুসের ক্যান্সার একটি প্রতিরোধ্যযোগ্য ব্যাধি। কারণ ধূমপান পরিহার করলে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। যে যত বেশি মাত্রায় এবং বেশি দিন ধরে ধূমপান করবেন তার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও তত বেশি হবে। ধূমপানের মধ্যেও আবার কিছু ব্যাপার রয়েছে, যা এই রোগের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দেয়। যেমন সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে দেওয়া, একটি সিগারেটকে হাতের আঙুলের ফাঁকে না রেখে ঠোঁটের মধ্যে রেখে নিশ্বাস গ্রহণ করা, নেভানো সিগারেট আবার জ্বালিয়ে খাওয়া এবং সিগারেট খেতে খেতে একেবারে শেষ পর্যন্ত টেনে খাওয়া ইত্যাদি। যা হোক, ক্যান্সার চিকিৎসায় আমাদের দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাবরা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। ক্যান্সারের নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের ফলে এখন আর রোগীদের বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রয়োজন নেই। দেশে থেকেই ফুসফুসের ক্যান্সারের যুগান্তকারী ওষুধ ও চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব। সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক সুখি চিত্ত আশা প্রকাশ করেছেন, এখন ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের আর সিঙ্গাপুর দৌড়াদৌড়ি করার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে।

মায়েদের বুকের দুধ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং সঠিক পন্থা

শিশু জন্মের পর সাধারণত মা ও শিশুর পাশে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা থাকেন। না জানার কারণে তারা মা ও শিশুরখাবার, খাবারেরর পরিমাণ, পুষ্টি খাওয়ানোর কৌশল নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরির জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

সঠিক — তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শালদধু আসে তত্তুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে। এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার ছোট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেরিতে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু কান্নাকাটি করলে মনে হয় যে তার ক্ষুধা পেয়েছে।

সঠিক— নবজাতক অনেক কারণে কান্নাকাটি করে থাকে, বিশেষ করে জন্মের পরপরই পৃথিবীর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার একটু সময়ের দরকার হয়। এছাড়া সে মায়ের কোলে বা বুকে থাকতে চায়, অতিরিক্ত গরম অথবা ঠান্ডার কারণেও কান্নাকাটি করতে পারে। কান্নার স ঠিক কারণ খুঁজে বের করা অবশ্যই দরকার। শুধু ক্ষুধার জন্য কান্নাকাটি করে, এমনটি ভাবা উচিত নয়।

ভুল ধারণা— মা শাকসবজি ডাল বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা ঝোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ য় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া প্রসবের পরপরই যদি মা এই খাবারগগুলো খান তবে শরীরের রস বা জরায়ু শুকাতে দেরি হয়, তাই শুকনো রুটি, শুধু লবণ বা ভর্তা দিয়ে খেতে দেয়া উচিত।

সঠিক--- মায়ের খাদ্যভ্যাসের কারণে বুকের দুধের পরিবর্তন হয় না, যেমন—মা সাধারণ মশলাযুক্ত খাবার, শাক সবজি ফল, মাছ মাংস যাই খান না কেন, তার কারণে শিশুরক কোনো ক্ষতি হয় না, বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। তাই কোনো মায়ের বেছে খাওয়া উচিত নয়। বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন।

প্রতি বেলা স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে একবাটি সবজি এক বাটি ডাল ও পোয়া বাটির বেশি খাবেন। এছাড়া দেশি ফল খাবেন। জলও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় খাওয়া যাবে এবং দিনে ৮ গ্লাস জল পান করবেন।

ভুল ধারণা--- সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে শিশু প্রথম ২ থেকে ৩ দিন ভালোভাবে বুকের দুধ পায় না বা দুধ খাওয়াতে পারেন না। এছাড়া ওষুধ খাওয়ার কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ চিপে বের করে চামচে করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওষুধে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায় না।

ভুল ধারণা— বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাকে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হয়, যেমন— লাউয়ের ঝোল, শিং মাছের ঝোল, ছোট মুরগি, দুধ সাগু ইত্যাদি। এসব খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায়।

সঠিক--- মা এধরনের খাবার অবশ্যই খেতে পারেন, তবে এই খাবার না খেলে মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে না বা বুকের দুধের পরিমাণ কমে যাবে, এটা ঠিক নয়। ঘরে যা রান্না হবে তাই একটু বেশি করে মাকে খেতে হবে। তাহলেই প্রয়োজনমতো দুধ আসবে।

ভুল ধারণা— ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশু পারিবারিক সব ধরনের খাবার খেতে পারে বা হজম করতে পারে।

সঠিক— শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে যেসব খাবার সে হজম করতে পারবে সেগুলোই দিতে হবে।

ভুল ধারণা— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার, যেমন— জুস, চিপস, বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি শিশুর জন্য পুষ্টিকর।

সঠিক--- প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার শিশুর জন্য পুষ্টিকর নয়। এধরনের খাবার অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। শিশুকে কখনোই বাইরের খাবার অভ্যাস করানো উচিত নয়। বরং এসবের পরিবর্তে মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের দেশি ফল, ঘরে তৈরি খাবার শিশুকে দেয়া উচিত।

বাড়ছে ব্যাকটেরিয়াদের অ্যান্টি বায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা

ব্যাকটেরিয়াদের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা স ারা বিশ্বেই প্রবল আশঙ্কার সৃষ্টি করতে চলেছে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এ এক ভয়াবহ অশনি সংকেত বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্তা হু এর করা সারা বিশ্বে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ই কোলাই ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে মতো সাংঘাতিকভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে মেনিনজাইটিস, ত্বকের ইনফেকশন, রক্ত ও কিডনির বিভিন্ন সমস্যার জন্য ব্যবহৃত বহু অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজই আর হচ্ছে না। হু এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে এটি কোনো আঞ্চলিক সমস্যা নয় উন্নত, উন্নয়নশীল, অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা বা পিছিয়ে পড়া সব দেশে নির্বিশেষেই এই সমস্যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ বাড়ছে ব্যাকটেরিয়াদের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন এখনই ব্যবস্থা না নিলে অ্যান্টিবায়োটিক যুগ এর পূর্ববর্তী অবস্থা ফের পৃথিবীতে ফিরে আসতে চলেছে। এমন দিন আর বেশি দূরে নেই যখন খুব সাধারণ ইনফেকশনের কবলে পরে প্রাণহানি হবে মানুষের। বিশেষত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, সাধারণ জ্বর, প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে শিগগিরই। নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহারই ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ মতা বাড়িয়ে তোলার কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। চিকিৎসার ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে ফুড ফ্যাক্টরি ও অ্যানিমাল প্রোডাকশন গুলিতে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার এই অবস্তায় জন্য দায়ী। ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের সীমিত ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি (যাতে রোগ ছড়াতে না পারে), এবং ভ্যাকসিনেশন এই অবস্থার উত্তর হতে পারে।

শিশুর অ্যাজমা ঝুঁকি বাড়ায় টিভি

শিশুর অ্যাজমা কি?

শিশুদের শ্বাসনালী খুব ক্ষুদ্র। ২ মিমি থেকে ৫ মিমি ব্যাসবিশিষ্ট। চারদিকে মাংসপেশি পরিবেষ্টিত। এ ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক অবস্তায় খুব সহজেই বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে। যদি কখনো অ্যালার্জিক বা উত্তেজক কোনো জিনিস শরীরে প্রবেশ করে তখন শ্বাসনালীর মাংসপেশিগুলো সংকুচিত হয়। ফলে শ্বাসনালী সুরু হয়ে যায়। তাছাড়া উত্তেজক জিনিসের প্রভাবে শ্বাসনালীর গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় আঁঠালো মিউকাস জাতীয় কফ এবং ইনফেকশনের কারণে শ্বাসনালীর ভেতরের মিউকাস আবরণী ফুলে ওঠে, ফলে শ্বাস নিতে এবং ফেলতে কষ্ট হয়।

টিভির সামনে বসে থাকলে শিশুদের অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট হওয়ার ঝুঁকি—

প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা টিভির সামনে বসে থাকলে শিশুদের অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্যারিসে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে। ব্রিটিশ চিকিৎসকেরা তিন হাজারের বেশি শিশুর ওপর গবেষণা চালিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। গবেষকেরা অতিরিক্ত টিভি দেখে এমন সাড়ে তিন বছরে থেকে সাড়ে ১১ বছরের শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্টের সমস্যা সৃষ্টি হতে দেখেছেন। টিভি দেখার সময় সীমিত করে ফেলাই বোধ হয় অভিভাবকদের বুদ্ধিমানের কাজ।

তারা দেখেছেন, অতিরিক্ত টিভি দেখা শিশু, শৈশবে যাদের শ্বাসকষ্ট ছিল না, প্রায় আট বছর পর তাদের ৬ শতাংশের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। আবার শিশুদের অভিভাবকেরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, শ্বাসকষ্ট আছে এমন শিশুরা প্রতিদিন দুই ঘন্টা কিংবা তার বেশি সময় টিভি দেখলে তাদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। যেসব শিশু দুই ঘন্টার কম সময় টিভি দেখে, তাদের তুলনায় দুই ঘন্টার বেশি টিভি দেখে, এমন শিশুদের সাড়ে ১১ বছরে মধ্যে শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ। তাই শিশুদের টিভি দেখার সময় সীমিত করেফেলাই হয় অভিভাবকদের বুদ্ধিমানের কাজ।

একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়া ও আদর ছেলেমেয়ের স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিটি কাজে অতিরিক্ত সহযোগিতা, খুব ছোটোবেলা থেকেই কোচিং, প্রাইভেট টিউটর, বাড়ির একাধিকবার জোর করে পড়তে বসানো ইত্যাদি কারণে আমাদের সকল ছেলেমেয়েই যে এভাবে বেড়ে উঠছে তা নয়। এরপুরোটাই নির্ভর করে মা বাবা বা পরিবারের অন্যান্য অভিভাবকের আচার আচরণের ওপর। প্রত্যেক শিশুকে তার নিজের মতো করে পরিবেশ দিতে হবে।

তাকে চেষ্টা করার সুযোগ দিতে হবে, আবিষ্কার করার মতো পরিবেশ দিতে হবে, নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে, যথার্থ দিক নির্দেশনা দিতে হবে, পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে, তার সঙ্গে কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা ও কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, শিশুর মনের মধ্যে আগ্রহ জন্মাতে হবে, প্রতিটি কাজে আগ্রহী করে তুলতে হবে ইত্যাদি।

শিশুর আচরণ খুব ভালো করে অবলোকন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ছেলে আমার অনেক বড় হবে, সমাজের একজন যোগ্য মানুষ হবে।

অটিস্টিক শিশু -শিশুর সমস্যা

আমাদের আশেপাশে হয়ত আমরা এমন কিছু শিশু কখনো দেখে থাকি যারা নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে, সামাজিকভাবে আর দশটা শিশুর মতো বেড়ে উঠে না এবং আচরণগত অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

এ ধরনের রোগ লক্ষণ থাকলে তাকে বলা হয় অটিজম। অটিজম এক ধরনের সন্তানরা বড় হচ্ছে স্বল্প বুদ্ধি, স্বল্প আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতার অভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা, এবং অধিকমাত্রায় মা-বাবার ওপর নির্ভরশীলতা নিয়ে। সকল ছেলেমেয়েই যে এভাবে বেড়ে উঠছে তা নয়। এর পুরোটাই নির্ভর করে মা বাবা বা পরিবারের অন্যান্য অভিভাবকের আচার আচরণের ওপর। প্রত্যেক শিশুকে তার নিজের মতো পরিবেশে দিতে হবে। তাকে চেষ্টা করার সুযোগ দিতে হবে, আবিষ্কার করার মতো পরিবেশদিতে হবে। নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে, যথার্থ দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

ছেলে আমার বড় হবে, সমাজের একজন যোগ্য মানুষ হবে। তাই মা বাবা এই প্রত্যাশায় ছেলেমেয়ের একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু অটিস্টিক শিশু বা অন্যান্য বিশেষ কিছু শিশুর বেলায় আমরা অনেকেই মনে করি তাদের পেছনে অর্থ ব্যয় অনর্থক। অনেক পরিবারের এর ব অতিক্রমও দেখাযায়। তাকে চেষ্টা করার সুযোগ দিতে হবে, আবিষ্কার করার মতো পরিবেশদিতে হবে। নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে, যথার্থ দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

আমাদের সমাজে অটিজম, মনোযোগে সমস্যা চঞ্চল, প্রকৃতি বা বিশেষ শিশুদের স্বাভাবিক ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য মা বাবাই ব্যাকুল থাকেন।

এখন পর্যন্ত অটিজম আক্রান্ত শিশুদের প্রতি সমাজে আছে বৈষম্য।

তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সচেনতার হাত প্রসারিত করতে ০২ এপ্রিল সারা পৃথিবীতে বিশ্ব অটিজম সচেতনা দিবস পালন করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করেছে। অটিজম সহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুল স্থাপন ইত্যাদি অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন জ্ঞান বাড়লে মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে

জ্ঞান বাড়লে মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে। ভয়ংকর হলেও এটি সত্য যে আপনি যতটা জ্ঞান বাড়াতে আপনার মাথাকে ব্যবহার করবেন, ঠিক ততটায় আপনার মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমতে থাকবে। মস্তিষ্কের ক্ষমতাজ্ঞান বাড়লে মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বয়সে সবকিছুই সমৃদ্ধ হয়— একটি বিখ্যাত প্রবাদবাক্য। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, বয়স বাড়ার বাড়ার সাথে সাতে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা কমে যেতে থাকে।

কিন্তু প্রথমবারেরর মতো বিজ্ঞানীরা বলছেন, বয়স বাড়ার কারণে জ্ঞান বাড়ে এবং ফলে পুরনো মস্তিষ্কের নতুন কিছু গ্রহণ করার সময় লাগে বেশি। অনেকে এটাকে ভুল ভাবে বলতে পারেন মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ব য়স বাড়ার সাথে সাথে দুনিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বাড়তে থাকে। এটা অনেকটা কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ পূর্ণ হওয়ার যাওয়ার মতো ব্যাপার। মেধা হ্রাস পাওয়ার কারণে নয়, বরং অনেক বেশি অভিজ্ঞতার কারণে পুরনো মস্তিষ্ক মন্থর হয়ে যায়। জার্মানির তুবিনজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মাইকেল র‍্যামস্কারের নেতৃত্বে একদল গবেষক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে করিমগঞ্জে বিক্ষোভ-ধরনা এসইউসিআই (ক)-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : পেট্রোল, ডিজেল, রন্ধন গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জ শহরে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে। রুটি, কাপড় ও বাসস্থানের লড়াইকে অন্য কোনও স্লোগান দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে পিছিয়ে পড়া রাজ্য অসমের অর্থনৈতিক হাল বিপর্যস্ত। তাই, মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকল থেকে রেহাইয়ে আলাদাভাবে ভরতুকির ব্যবস্থা করুক সরকার, এসইউসিআইর নেতাগণ এই দাবি উত্থাপন করেন। অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস করা, বর্ধিত যাত্রী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করা, সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলার দাবি জানিয়ে এসইউসিআই শহরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। শহরের ছন্তর বাজারের সামনে মেন রোডের পার্শবর্তী স্থানে সংগঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে স্লোগানে স্লোগানে এলাকা সরগরম করে তুলেন এসইউসিআইর নেতা কর্মীগণ। বিশেষ ভরতুকি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থিক বোঝা থেকে মুক্তির পথ বের করতে হবে। অস্বাভাবিক হারে মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে মানুষের নাভিশ্বাস চরমে ওঠেছে। লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে সারা অসম প্রতিবাদ দিবসের অঙ্গ হিসেবে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) আজ এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। বিশেষ ভরতুকি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থিক বোঝা থেকে মুক্তির পথ বের করতে হবে। কারণ, মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এদিন প্রথমে সংগঠনের মেনরোডে অবস্থিত কার্যালয়ের সামনে থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে শহরের আকাশ বাতাস ভারী করে মিছিলটি শহরের প্রাণকেন্দ্র ছন্তর বাজারের সামনে এসে জমায়েত হয়। সেখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এসইউসিআইর নেতাগণ। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সঞ্চিতা শুক্ল, পিঙ্কু দাস, পরিমল চক্রবর্তী, সুজিত পাল প্রমুখ।

৬ নভেম্বর অবধি ইডি হেফাজতে দেশমুখ, মালিক বললেন গোটাটাই চক্রান্ত

মুম্বই, ২ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হেফাজতে পাঠানো হল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে। সোমবার রাতে গ্রেফতার করা হয় অনিল দেশমুখকে, মঙ্গলবার সকালে মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়। এরপর তাঁকে মুম্বইয়ের বিশেষ পিএমএলএ আদালতে তোলা হয়। আর্থিক দুর্নীতির মামলায় এদিন অনিল দেশমুখকে আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ইডি-র হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ পিএলএলএ আদালত।

সোমবার মুম্বইয়ের দফতরে অনিল দেশমুখকে তলব করেছিল ইডি। দেশমুখকে প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি-র আধিকারিকেরা। তবে জিজ্ঞাসাবাদে সন্তুষ্ট না হওয়ায় রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অনিল দেশমুখ গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর আইনজীবী ইন্দেরপাল সিং জানিয়েছেন, '৪.৫ কোটি টাকার মামলায় আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি।' অবৈধভাবে আর্থিক লেনদেন করা ছাড়াও মুম্বইয়ের শীর্ষ পুলিশ কর্মীর মাধ্যমে তোলা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে দেশমুখের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই চলতি বছরে মহারাষ্ট্র সরকারে নিজের পদ থেকে ইস্তফাও দেন তিনি। তদন্ত শুরুর পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি-র সমন এড়াতে বম্বে হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন দেশমুখ। তবে গত শুক্রবার তা খারিজ করে দেয় আদালত। তোলা আদায়ের অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করেছেন তিনি। এরপর সোমবারই ইডি-র দফতরে হাজিরা দেন অনিল দেশমুখ। জেরায় সন্তুষ্ট না হওয়ায় অনিল দেশমুখকে গ্রেফতার করেছে ইডি।

অনিল দেশমুখের গ্রেফতারিকে ''চক্রান্ত'' হিসাবে দেখছেন এনসিপি নেতা নবাব মালিক। মঙ্গলবার নবাব মালিক বলেছেন, অনিল দেশমুখের গ্রেফতারি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মহারাষ্ট্র সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রকে আক্রমণ করে নবাব মালিক বলেছেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করে নেতাদের ভয় দেখানো বন্ধ করা উচিত।

অসমের পাঁচ আসনের উপ-নির্বাচনে ভরাডুবি, জনতার রায় মাথা পেতে নিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস

গুয়াহাটি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের পাঁচটি আসনে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের ফলাফলকে জনতার রায় হিসেবে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস। ফলাফল ঘোষণার পরই আজ বিকেলে দলের প্রদেশ সদর দফতর রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার বরা বলেন, রাজ্যের জনগণের রায়কে কংগ্রেস দল নির্দ্বিধায় স্বাগত জানাচ্ছে। তবে ভূপেন বরা বলেন, উপ-নির্বাচনের ফলাফল শাসক দলের পক্ষে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিগত দিনে বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনগুলির ফলাফলও ক্ষমতাসীন দলের পক্ষেই গেছে বলে উল্লেখ করেন প্রদেশ সভাপতি বরা। রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বিজেপি পরিচালিত সরকার রয়েছে, আগামী সাড়ে চার বছরও এই সরকার রাজ্য শাসন করবে। তাই জনগণ বিজেপি অর্থাৎ সরকার পক্ষের অনুকূলেই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। উপ-নির্বাচনের ফলাফল সরকার পক্ষের কোনও লাভ বা ক্ষতি করেনি বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার বরা। তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচনে জয়লাভ করলে আনন্দিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরাজিত হলেও তিনি হতাশ হননি বলে জানান বরা।

সরকার পক্ষের সঙ্গে থাকলে নিজের এলাকার উন্নয়ন সম্ভব হবে, এই ধারণা নিয়েই গোসাঁইগাঁও, থাওড়া, ভবানীপুর, মরিয়নি এবং তামুলপুরের জনগণ তাঁদের মতামত প্রয়োগ করেছেন এবং এটাই স্বাভাবিক, সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভুপেন বরা।

শাসক দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, প্রলোভন দেখিয়ে অন্য দলের সাংসদ বিধায়কদের ক্রয় করে এনে, নিজ কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য ২০০০ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা স্বয়ং নির্বাচনি জনসভাগুলোতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তামুলপুর এবং থাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে মেডিক্যা কলেজ, থাওড়া কেন্দ্রে দুটি পাকা সেতু, আদিবাসী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মরিয়নি বিধানসভা কেন্দ্রের ৪০টি চা বাগানের প্রত্যেকটি রাস্তা নির্মাণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এক কোটি টাকা করে মঞ্জুর করার পাশাপাশি বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয় এবং দশটি মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করে দেওয়ারও সরকারিভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত চার মাসে যে সরকার ৫,৫০০ টাকার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে চলছে, সেই সরকারের প্রধানের মুখে এমন অবান্তর প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র বেমামান নয়, কাল্পনিক বলেও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংবাদিক সম্মেলনে কটাক্ষ করেছেন। বলেন, পেট্রোল, ডিজেল, রন্ধন গ্যাস, ভোজ্য তেল, শাক-সবজি সহ দৈনন্দিন ব্যবহার সামগ্রীর বর্ধিত মূল্য রাজ্যের ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টিকারী মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার এক প্রতীক হিসাবে কংগ্রেস এই উপ-নির্বাচনকে গ্রহণ করেছিল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, রাজ্যবাসী ভোটাধিকারের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর গালভরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফলে সাধারণ জনগণ প্রভাবিত হয়েছেন, বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। ২০১৯ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত করোনার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম সংস্থান হারিয়ে রাজ্যে ৩,২৪৩ জন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার বেকার সমস্যা সমাধান সহ করোনার কারণে কর্মসংস্থান হারানোদের আজ পর্যন্ত কোনও সুব্যবস্থা করতে পারেনি। এটাই কি জনকল্যাণমুখী বিজেপি সরকারের প্রকৃত স্বরূপ? জনগণের ভোট আদায়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ফোটাতে ব্যস্ত বলেও সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ঝেড়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। সদ্য সমাপ্ত উপ-নির্বাচনে ভালো ফলের উদ্দেশ্য নিয়ে দলের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা সহ প্রদেশ স্তরের নেতা এবং কর্মীরা যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার বরা। অসম জাতীয় পরিষদের লুরিনজ্যোতি গগৈ সহ অন্যান্যদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

কী কারণে অসমের পাঁচ বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন

গুয়াহাটি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : গত ৩০ অক্টোবর অসমের পাঁচ আসন যথাক্রমে ২৮ নম্বর গোসাঁইগাঁও, ৪১ নম্বর ভবানীপুর, ৫৮ নম্বর তামুলপুর, ১০১ নম্বর মরিয়নি এবং ১০৭ নম্বর থাওড়া আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিজেপি এবং জোটশরিক ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। উপনির্বাচনে বিভিন্ন দলের মোট ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন মোট ৭, ৯৬,৪৫৬ জন ভোট।

মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। তাই এই আসনে উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়েছিল। রূপজ্যোতি কুর্মি কংগ্রেসেরে টিকিটে মরিয়নি থেকে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিজেপিতে যোগদানের পর তাঁকেই ফের নির্বাচনী ময়দানে নামিয়েছিল দল এবং বিপুল ভোটে বিজয়ীও হয়েছেন। মরিয়নি আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিজেপির রূপজ্যোতি ছাড়াও অবতীর্ণ হয়েছিলেন কংগ্রেসের লোহিত কেঁওর, অসম সংগ্রামী মঞ্চ-এর গোপালচন্দ্র ঘাটোয়ার এবং নির্দলীয় (রাইজর দল) সঞ্জীব গগৈ।

অনুরূপভাবে ভবানীপুরে ফণীধর তালুকদার গত বিধানসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ-এর টিকিটে প্রতিদন্দ্বিতা করে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগদান করার ফলে ভবানীপুরে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিজেপির ফণীধর তালুকদার (বিজয়ী) ছাড়াও কংগ্রেসের শৈলেন্দ্রনাথ দাস, এআইইউডিএফ-এর জব্বার আলি, ন্যাশনাল রোডম্যাপ পার্টি অব ইন্ডিয়ার মেরাজুল হক, ভোটার্স পার্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর শিবেন দাস, নির্দলীয় যথাক্রমে সৌকত আলি আহমেদ, খাম্ফা খুংগুর গয়ারি এবং আরিফুল ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

থাওড়া আসনে বিধায়ক সুশান্ত বড়গোঁহাই কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুশান্ত বড়গোঁহাই এর আগে ২০১১ এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দুবার কংগ্রেসের টিকিটে থাওড়া আসনে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। থাওড়ায় নব্য-বিজেপির সুশান্ত বড়গোঁহাই (বিজয়ী) ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কংগ্রেসের মনোরঞ্জন কেঁওর, সিপিআই-এর কৃষ্ণ গগৈ এবং নির্দলীয় (রাইজর দল) ধৈর্য কেঁওর এবং লোহিত গোয়ালা।

তামুলপুরের ইউপিপিএল-এর টিকিটে নির্বাচিত বিধায়ক লেহোরাম বড়ো কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছিল। তামুলপুরে বিজেপি সমর্থিত ইউপিপিএল-এর জলেন দৈমারি (বিজয়ী), কংগ্রেসের ভাস্কর দাহাল, গণ সুরক্ষা পার্টির ব্রজেন্দ্রনাথ ডেকা, ভিপিআই-র রাজকুমার বড়ো, নির্দলীয় গণেশ কছারি এবং যশবন্ত চৌহান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

এভাবে গোসাঁইগাঁও কেন্দ্রে বিপিএফ-এর বিধায়ক মাজেন্দ্র নার্জারিরও কোভিডে মৃত্যু হয়েছিল। তাই ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রয়াত নার্জারি গোসাঁইগাঁও আসনে বিপিএফ-এর টিকিটে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এবারের উপনির্বাচনে গোঁসাইগাঁওয়ে বিপিএফ-এর টিকিটে ধ্রুবকুমার ব্রহ্ম নার্জারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ইউপিপিএল-এর জিরন বসুমতারি (বিজয়ী), কংগ্রেসের জুয়েল টুডু, এআইইউডিএফ-এর খাইরুল আনম খন্দকার এবং নির্দলীয় উত্তম কুমার তালুকদার, কমল রায়, ওসমান গনি এসকে ও আব্দুল হাসেম আকন্দে।

ইগোর চাইতেও অনেক, অনেক বড় টাকা ও নারী , ক্রমান্বয়ে নেতৃত্বকে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে দলের নেতৃত্বকে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের তোপে দলের বিভিন্ন স্তরে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই ভোটের মুখে ঘাসফুল শিবির ত্যাগীদের দালাল বলে কটাক্ষ করে ফেসবুক পোস্ট করেছিলেন প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। লিখেছিলেন, "অনেক দালাল নির্বাচনের আগে আমাদের দলে ঢুকে গিয়েছিলেন। কিছুজন গিয়েছেন, কিছু এখনও রয়েছেন। তাঁরা উৎপাত করছেন।" অর্থাৎ বুঝিয়েছিলেন ওই দলবদলুদের জন্যই বিজেপির এই পরিণতি।

মঙ্গলবার সেই পোস্টটি রি-টুইট করে দলকেই তীব্র আক্রমণ করলেন তথাগত রায়। একের পর পরাজয়ের জন্যও দুষলেন দলকেই। প্রথমে সকাল তথাগতবাবু টুইট করেন। সওয়া ন'টায় সেটি ফেসবুকে আপলোড করেন। ৯ ঘন্টা বাদে, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সেটিতে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার সয় যথাক্রমে ১ হাজার, ১২৭ ও ৩১। ইতিমধ্যে বিধানসভার চার কেন্দ্রের ফল প্রকাশ হয়। প্রথম থেকেই বড় ব্যবধানে জিততে থাকে তৃণমূল। সাড়ে তিনটে নাগাদ তথাগতবাবু টুইটারে লেখেন, "দল দালালদের জন্য কোল পেতে দিয়েছিল। গলবস্ত্র হয়ে তাদের এনেছিল। যারা আদর্শের জন্য বিজেপি করত তাদের বলা হয়েছিল, এতবছর ধরে কি করেছেন, ছিঁ..ছেন ? আমরা আঠারোটা সিট এনেছি। জুলিয়াস সিজারের মতো ভিনি ভিদি ভিসি। এখন ভাঁড়ামো করলে হবে ? আজকে বিজেপির শোচনীয় পরিণতি এই সবের জন্যই।"

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তথাগতবাবু ফেসফুকে লেখেন, "ইগোর চাইতেও অনেক, অনেক বড় টাকা ও নারী।উপনির্বাচনে সমূহ ভরাডুবির সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে খবর আসতে আরম্ভ করেছে। খবর যেমন চাঞ্চল্যকর তেমনি ভয়াবহ, তেমনি নৈরাশ্যজনক। যাচাই করতে একটু সময় লাগবে। ইতিমধ্যে আরো খবর আসবে।" ১ ঘন্টা বাদে, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সেটিতে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয় যথাক্রমে ৩৯৩, ৪৮ ও ১৫।

সাড়ে চারটায় হিন্দু সেবাদলের রাজ্য সভাপতি দিবাকর দেবনাথ রাজ্য বিজেপি, দিলীপ ঘোষ ও তথাগত রায়কে ট্যাগ করে টুইটে লেখেন, "কিছু নেতাদের কাছে দলের থেকে বড়ো ব্যক্তিগত ইগো। দল বিপুল ভোটে হারছে হারুক কিন্তু আমাদের ইগো সবার উর্ধে। এভাবেই যদি চলতে থাকে তবে শুধু নেতা, নেতা দের ইগো আর কিছু চাটুকারিতা করা লোক থাকবে। কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষ থাকবে না।"

সাড়ে পাঁচটায় জবাবে টুইটারে তথাগতবাবু লেখেন, "বিজেপির এক বহু পুরোনো কর্মী স্বপন দাশের মন্তব্য: নির্বাচনের ঠিক আগে জয়নগরে সভা পরিচালনা করছিলাম, আগের দিন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, কৈলাশজী তার ভাষনে শুধু শ্রাবন্তীর নাম.শুধু শ্রাবন্তী বন্দনায় মগ্ন ছিলেন যেন লালা ঝরছে। লজ্জা করছিল আমার,এরা আমাদের নেতা" এরপর ছ'টা নাগাদ তথাগতবাবু ফেসফুকে এটি আপলোড করেন। আধ ঘন্টা বাদে, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সেটিতে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয় যথাক্রমে ৪২২, ৬৮ ও ১৫। জমে ওঠে বিতর্ক। পক্ষে-বিপক্ষে অংশ নেন নেটানাগরিকদের অনেকে। বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বাংলার বিজেপিতে শুরু হয়েছে ভাঙন। শুধু দলত্যাগই নয়, উপনির্বাচনে একের পর এক হাতছাড়া হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনে জেতা আসন। শান্তিপুর বাদে বাকি তিনটি আসন অর্থাৎ খড়দহ, দিনহাটা ও গোসাবার বিজেপি প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই টানাপোড়েনের মাঝে সামাজিক মাধ্যমে ফের দলের নেতাদের তুলোধোনা করলেন তথাগত রায়।

ভোটের ফলাফলের পর অমিত মালব্যর টুইট, অপর টুইটে জবাব কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার ভোটের ফলাফলের পর পলিমবঙ্গে বিজেপি-র অমিত মালব্য একটি টুইট করেছেন। অপর টুইটে জবাব দিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

অমিতবাবু লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমে নন্দীগ্রামে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যান। তারপর বাংলায় অনুষ্ঠিত সাতটি উপ-নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যবধানে ভবানীপুর থেকে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় জয়ী হন। স্পষ্টতই, টিএমসি-র নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নৈতিক কর্তৃত্ব কমে গেছে।"

কুণাল ঘোষ লিখেছেন, "বিজেপি পরাজয়ের ন্যায্যতা দিতে একটি বিশেষ কার্যভারের জন্য টুইট মালভ্যকে নিযুক্ত করোছে। তাঁর চাকরি ২০২৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি বাংলার ৪২টি আসনে তাঁদের পরাজয়ের ন্যায্যতা প্রমাণ করে একটি খসড়া প্রস্তুত রাখতে পারেন। তিনি তাঁর দলের ব্যর্থতার অজুহাত খাড়া করতে অত্যন্ত আন্তরিক। সেটা করার বিশাল সুযোগ পাবেন তিনি।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

থিয়েটার রোডের আবাসনে বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.): ফের শহরে রহস্য মৃত্যু। মঙ্গলবার থিয়েটার রোডের আবাসনে বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যুর অভিযোগ। ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা। অভিযোগ উঠেছে, এদিন থিয়েটার রোডের একটি আবাসন থেকে বৃদ্ধা রেনুকা দেবীর দেহ দেখতে পায় তারই ছেলে। আবাসনেরই ছাদে ব্যাডমিন্টন খেলে এসে দেখেন তাঁর মায়ের রক্তাক্ত নিথর দেহ বিছানায় পড়ে। লন্ডভন্ড ছিল বিছানা। এরপরেই ওই যুবক শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে উদ্ধার করে ওই বৃদ্ধার মৃতদেহ। পুলিশের অনুমান এই বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। থিয়েটার রোডের বৃদ্ধার শরীরে মিলেছে আঘাতের চিহ্ন।

হাইলাকান্দিতে অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের নিয়োগ রেলি ৮ নভেম্বর থেকে

হাইলাকান্দি (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের স্থগিত থাকা কনস্টেবল নিয়োগ রেলি শুরু হচ্ছে ৮ নভেম্বর। রেলি হবে কাটলিছড়ার ২১ এপি আইআর ব্যাটালিয়ন ময়দানে।

হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, হাইলাকান্দি জেলায় স্থগিত থাকা অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল পদে নিয়োগ রেলি ৮ নভেম্বর শুরু হচ্ছে কাটলিছড়ার ২১ আইআর ব্যাটালিয়ন ময়দানে। এই নিয়োগ রেলি আগে অনিবার্য কারণে স্থগিত রাখা হয়েছিল বলে বিবৃতিতে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে শুক্রবার কাছাড় ও হাইলাকান্দিতে সরকারি ছুটি

শিলচর (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে কাছাড় এবং হাইলাকান্দি জেলায় আগামী ৫ নভেম্বর শুক্রবার সরকারি ছুটি বলে ঘোষণা করেছেন দুই জেলাশাসক।

কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এবং হাইলাকান্দির জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, এনআই অ্যাক্টের অধীনে দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে শুক্রবার কাছাড় এবং হাইলাকান্দি জেলার সব সরকারি কার্যালয়, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। তবে অত্যাবশ্যক পরিষেবা সহ বিশ্ববিদ্যালয়, কাউন্সিল, পর্ষদ ইত্যাদির কোনও পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা এই ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন।

প্রবাস থেকে কিশনগঞ্জে ফিরলে করোনা পরীক্ষা অনিবার্য

কিশনগঞ্জ, ২ নভেম্বর (হি .স.) : আসন্ন কালীপুজো, দীপাবলি ও ছট পুজো উপলক্ষ্যে প্রবাস থেকে বিহারের কিশনগঞ্জে ফিরলে করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন জেলা শাসক ডাঃ আদিত্য প্রকাশ। এই লক্ষ্যে কিশনগঞ্জ রেল স্টেশনে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বিশেষ স্বাস্থ্যকর্মীদের দল মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার কুমার আশিস, সিভিল সার্জন ডাঃ নন্দন চৌধুরী প্রমুখ কোভিড টেস্টের জন্যে নির্মিত বুথের কাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখেন। জেলা শাসক জানান, প্রতিটি ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা করা হবে। কিশনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডেও এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টার মাদক বিরোধী অভিযানে গ্রেফতার ১১৮ জন

ঢাকা, ২ নভেম্বর (হি.স.): চব্বিশ ঘণ্টার মাদকবিরোধী অভিযানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে গ্রেফতার অন্তত ১১৮ জনকে। মাদকবিরোধী অভিযানে সোমবার সকাল ছয়টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় বিক্রি ও সেবনের অপরাধে ১১৮ জনকে আটক করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) হাফিজ আল আসাদ জানান, আটকের সময় তাদের কাছ থেকে ৮৮৪ গ্রাম ৪৩৩ পুরিয়া হেরোইন, ১ ক্যান বিয়ার, ১ বোতল বিদেশি মদ, ২৩ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা, ৬২ বোতল ফেনসিডিল ও ২১ কেজি ৫৫৫ গ্রাম ৪৬৫ পুরিয়া গাঁজা জব্দ করা হয়। তিনি জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ডিএমপির থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৯৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

৬৩ দেশের জন্য ভ্রমণের দরজা খুলল থাইল্যান্ড

ব্যাংকক, ২ নভেম্বর (হি.স.): করোনার কারণে দীর্ঘ দেড় বছর ধরে বন্ধ থাকার পর ভারত সহ ৬৩টি দেশের জন্য ভ্রমণের দরজা খুলল থাইল্যান্ড।এই দেশগুলির কেবল টিকা গ্রহণকারী মানুষজনই সেদেশে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন।

জানা গেছে, কম ঝুঁকিপূর্ণ ৬৩ দেশের টিকা নেওয়া নাগরিকদের থাইল্যান্ডে হোটেলে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে না। থাই সরকার 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' ৬৩ দেশের যে তালিকা করেছে সেখানে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার ৪টি দেশ স্থান পেয়েছে। বাকি তিন দেশ ভুটান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। তবে 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' ৬৩ দেশের তালিকায় স্থান করতে পারেনি বাংলাদেশ, পাকিস্তান।

থাই সরকারের এই সিদ্ধান্তেড় মধ্য দিয়ে দেশটির পর্যটন খাতে পুরনো চাঞ্চল্য ফিরে আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের ধারণা, বছরে প্রায় দেড় কোটির মতো পর্যটকের সমাগম ঘটতে পারে থাইল্যান্ডে। এতে তিন হাজার কোটি ডলারের মত রাজস্ব আসবে।

সোমবারই সারা বিশ্বের বেশ কয়েক হাজার পর্যটক থাইল্যান্ডে প্রবেশ করেছে। ফলে রাজধানী ব্যাংককের বিমানবন্দরে বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়। বিশেষ করে ইউরোপের শীত এড়িয়ে থাইল্যান্ডের বিভিন্ন দ্বীপের উষ্ণ প্রকৃতির বুকে সময় কাটাতে আগ্রহীদের ভিড়টা খুব চোখে পড়ার মত। করোনাভাইরাস মহামারির জন্য থাইল্যান্ডে এখনও বেশ কিছু বিধি-নিষেধ চলছে। সেখানে দুই ডোজ টিকা পেয়েছে ৪২ শতাংশ মানুষ। এখনও প্রতিদিন ১০ হাজারের মত রোগী শনাক্ত হচ্ছে।

মনস্কামনা পূর্ন হতেই কেষ্ট মন্ডলের কালী পুজোয় মা পরলেন সোনার মুকুট

বোলপুর, ২ নভেম্বর (হি. স.) : প্রত্যাশা মত বিধানসভা নির্বাচনে বিশাল জয়। মনস্কামনা পূর্ন হতেই মা কালীকে সোনার মুকুট পরালেন অনুব্রত মণ্ডল। কলকাতার ফাটা কেষ্টর পুজোর কথা অনেকেই জানে। কিন্ত বীরভূমের কেষ্ট মন্ডলের কালী পুজো কিছু কম যায় না। কেষ্ট গড়ে তৃণমূলের পার্টি অফিসে শক্তি আরাধনায় মায়ের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে বিধানসভা জয়ের মানসিক পূর্ন করলেন কেষ্ট ওরফে অনুব্রত মন্ডল। একই সঙ্গে আগামী লোকসভা ভোটে যে ''আসল খেলা হয়'' সেই প্রার্থনা করলেন কেষ্ট। যার নামেই সারা বীরভূমে দল চলে বহাল তবিয়তে।

সেই কেষ্ট মন্ডলের উদ্যোগে ফি বছর বোলপুরের জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে হয়ে আসছে শক্তি আরাধনা। প্রত্যাশা মত বিধানসভা নির্বাচনে বিশাল জয়। মনো কামনা পূর্ন হওয়ার কারনেই সোনার মুকুট পরালেন অনুব্রত।তবে পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই পার্টি অফিসে কালী পুজো হযে আসছে প্রতিবছর। এর আগে অনুব্রত কংগ্রেসে থাকাকালীনও পুজো করতেন। কেষ্ট মন্ডলের কথায়, 'আমি ১২ বছর বয়স থেকে পুজো করে আসছি। নিজেই ছোট বেলায় প্রতিমা গড়তাম। পরে একটু বড় হয়ে পাড়ার গলির ভিতর করতাম এই পুজো। তবে ১৯৮৮ সাল থেকে পার্টি অফিসে পুজো করে আসছি।' কেষ্ট পুজোয় আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখেন না যোড়শ উপাচারে দেবীর পুজো হয় পঞ্জিকা মেনে।সারা দিন উপবাসী হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন কেষ্ট। এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য জেলা প্রায় সব তৃনমূল নেতাই হাজির থেকে মা কে অলংকার উপহার দেন। তাদের কেউ বা মনস্কামনা পূর্ন হবার জন্য আবার কেউ ভালোবেসে দেন। তবে এই দেওয়ার পরিমান যা দাঁড়িয়েছে তাতে মা কালীর বর্তমানে ৫৪০ ভরির বেশি সোনার অলংকরণে ভূষিত। তবে মা কে গহনা পড়ানোর বেশী ভাগ টাই অবশ্যই কেষ্ট মন্ডলের দেওয়া।

তবে জানা গেছে, জেলার দলের নেতা, বিধায়ক, মন্ত্রী, সাংসদ আছেন, সবাই মিলে মাকে নিজের ইচ্ছায় মাকে এই গহনা দিয়েছেন। এখনও অনেকে দিতে আসছেন। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস তরফে অবশ্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানিয়েছেন, 'এ পুজো দলের পুজো, সবার পুজো। মায়ের গায়ে চড়েছে পাঁচশো চল্লিশ ভরি গহনা। আজ মূর্তি এল ঠাকুর ঘরে। তারপর গহনা দিয়ে মাকে সাজানো হল। বৃহস্পতিবার মায়ের পুজো।' তবে ফি বছর অনুব্রত নিজে মা কে সোনা গহনা করিয়ে পরান মনস্কামনা পূর্ন হতেই। কেষ্ট কথায়, 'মা আমাকে আজ পর্যন্ত নিরাস করেনি। যা চেয়েছি তাই দিয়েছেন দু হাত ভরে। মা নিজের অলংকার নিজেই করে নেন। তার জন্য কাউকে কোন দিন কিছু বলার দরকার হয় না। মা দলের নেতা থেকে মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে সাধারন কর্মী সকলকেই দুহাত তুলে আশীর্বাদ দেন। ' কেষ্ট মন্ডল বলেন,' আমি গতবার মা কে বলে ছিলাম বিধানসভায় ২২০ - ২৩০ পার করে দাও মা। মা করেছেন তাই এবার সোনার মুকুট করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও অনেকেই এটা ওটা দিয়েছে। এবারই নতুন করে ২০০ ভরির মত গাহনা পরেছে মা।' আজ থেকেই কেষ্ট কালী পুজো ঘিরে থেকেই সাজো সাজো রব। কালী পুজোর রাতে মা এর ভোগের জন্য ৯রকমের ভাজা, লুচি, ৯ রকমের মিষ্টি, তরকারি, পায়েস, । এছাড়াও কয়েক হাজার লোকের জন্য খিচুড়ি বাঁধা কফির তরকারি, পাঁঠার মাংস পায়েস চাটনী ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার বিধায়ক মন্ত্রী জেলার নেতারা ব্লক নেতারা সন্ধ্যা হতেই হাজির হয় শক্তি আরাধনায় অংশ নিতে। কেষ্ট কথায়, 'দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সংকল্প হয় আমার ও দলের আরও অনেকের নামেই পুজো হয়। মা এর কাছে সকলেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা করি মা জেলায় যেন কোন অশান্তি না হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন যেন অব্যাহত থাকে।'

অবিকল ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের অবয়ব মূর্তি গড়ে তাক লাগিয়ে দিলো বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ দ্বাদশের ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। অদম্য ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার জোরে এমসিল দিয়ে অবিকল ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের অবয়ব মূর্তি গড়ে তাক লাগিয়ে দিলো বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ দ্বাদশের ছাত্র নাম চয়ন পোদ্দার। বাড়ি বিলোনিয়া আর্য্যকলোনির শ্রমিক টিলা এলাকায়। এমসিল দিয়ে শুধুমাত্র ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মূর্তি নয়, কাগজ দিয়ে লক্ষীর মূর্তি তৈরি করার পাশাপাশি সাবানের উপর গোলাপ ফুলও তৈরি করে ফেলেছে চয়ন। আঠারো বছরের যুবক চয়ন। বিভিন্ন কিছু দিয়ে শিল্পশৈলী তৈরিতে কারোর কাছ থেকে তালিম না নিয়েও,নিজের অদম্য ইচ্ছা শক্তি দিয়ে বিভিন্ন কিছু দিয়ে বানিয়ে ফেলছে দেবদেবীর মূর্তি সহ অন্যান্য কিছু। কখনো এমসিল,কখনো কাগজ,কখনো সাবান এছাড়া আর্ট পেপারের উপর চিত্র পটে তুলে ধরার চেষ্টা করছে বিভিন্ন দেবদেবী,মহাপুরুষ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃশ্যাবলী। ছোট বেলা থেকেই চয়নের ইচ্ছা ছিল,বিভিন্ন কিছু দিয়ে চিত্র শৈলী তৈরি করা। অবশ্য এব্যাপারে মা-বাবার ও কোন বাধা ছিল না। এমসিল ও রং তুলি দিয়ে উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মূর্তি গড়ার খবর পাওয়ার পর কয়েক জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা চয়ন পোদ্দারের বাড়িতে যাওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে জানায় এমসিল দিয়ে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মূর্তি তৈরি করতে তিন দিন সময় লেগেছে। বর্তমানে সে আর্ট শিখছে। সপ্তম সেমিস্টার চলছে। চয়নের ইচ্ছা বিভিন্ন কিছু দিয়ে চিত্র শৈলী তৈরি করা। ভবিষ্যতে আরো অন্যান্য কিছু দিয়ে বিভিন্ন কিছু বানানোর প্রচেষ্টা আছে বলে জানায় চয়ন।

মাটির প্রদীপ তৈরীতে কুমোরপাড়া চরম ব্যস্ততা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়াইবাড়ি, ২ নভেম্বর।। আর হাতে কটা দিন তারপর আলোর উৎসব দীপাবলি শহর থেকে গ্রাম আর গ্রাম থেকে কুমোরপাড়া, চারিদিকে চরম ব্যস্ততা ক্লাব উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে প্যান্ডেলের শিল্পীরা, মৃৎশিল্পীরা ও কুমোরপাড়ায় মৃৎশিল্পীরা দিনরাত একাকার করে কাজ করে চলেছেন। কালীপুজো মানেই আলোর উৎসব। চারিদিকে রকমারী চাইনিজ লাইটিং এ সেজে উঠবে পুজো মণ্ডপ থেকে শুরু করে গৃহস্থের ঘর।সেই সময় উত্তর জেলার বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিণ হুরুয়া গ্রামের কুমোরপাড়ায় মৃৎ শিল্পীরা মাটির প্রদীপ তৈরিতে চরম ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হলো।দক্ষিণ হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের কুমোর পাড়ায় প্রায় পাঁচ থেকে ছয় জন মৃৎশিল্পী মাটির প্রদীপ সহ মাটির অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করে আসছেন। এ বছরও আলোর উৎসব দীপাবলিতে অসংখ্য মাটির প্রদীপ তৈরি করেছেন উক্ত এলাকার মৃত শিল্পীরা।তবে আধুনিক সমাজ নানান চাইনিজ বৈদ্যুতিক লাইট পেয়ে এখনকার মাটির প্রদীপ ভুলে যেতে বসেছে। সেই সময় দক্ষিণ হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা মৃৎশিল্পী দিপালী রুদ্র পাল ও রঞ্জিত রুদ্রপাল সহ পাঁচ থেকে ছয় জন মৃৎশিল্পীরা মাটির প্রদীপ তৈরি করছেন। এমনকি উনারা আশাবাদী আধুনিক যুগের মানুষ এসকল চাইনিজ প্লাস্টিক ব্যবহৃত লাইটিং বর্জন করে মাটির প্রদীপের মূল্যায়ন করবেন। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ থেকে ছয় জন মৃৎশিল্পী মাটির বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে আসছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা উনাদের ভাগ্যে জোটেনি। পাননি মাটির বিভিন্ন সামগ্রীর ন্যায্য মূল্যও। করোনা আবহের ফলে আর্থিক মান্দা তো রয়েছে,তার উপর কাঁচা মালের মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে মৃৎ শিল্পীরা সংসার প্রতিপালন করে আসছেন এই মৃৎশিল্পের উপর। তবে উনারা আশাবাদী মানুষ উনাদের কাজের মূল্যায়ন দেবে। এদিকে দক্ষিণ হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মহিলা মৃত শিল্পী দিপালী রুদ্র পাল জানান, তিনি প্রায় পনেরো বছর যাবৎ এই মৃৎশিল্পী কাজে নিয়োজিত। প্রতিমাসেই উনারা মাটির প্রদীপ,থালা,পাতিল, ধূপদানি সহ অন্যান্য সামগ্রী পাইকারি মূল্যে বিক্রি করে থেকে ভালোই আয় করে আসছেন।ধর্মনগর, কদমতলা, চুড়াইবাড়ি ,পানিসাগর ,তিলথৈ সহ অন্যান্য জায়গা থেকে পাইকাররা এসে বাড়ি থেকে মাটির বিভিন্ন সামগ্রী কিনে নিয়ে যায়। তবে উনাদের আর্থিক অভাব-অনটনের ধরন মাটির সামগ্রির তেমন যোগান দিতে পারেন না। মাটি থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী এমনকি জ্বালানি কাঠও ক্রয় করতে হয় সুতরাং লাভের হারটা অনেকটাই কমে যায়। তবে মহিলা মৃৎশিল্পী দীপালি রুদ্র পালের বক্তব্য, বর্তমান যুগে প্লাস্টিকের যে বাড়বাড়ন্ত তাতে জনগণের তীব্র ক্ষতিসাধন হচ্ছে।তাই মানুষের প্রতি উনারের একটাই নিবেদন,মানুষ যেন প্লাস্টিক থেকে দূরে থাকে এবং প্লাস্টিক বর্জন করে মাটির তৈরি সামগ্রী ব্যবহার করেন। তাতে পরিবেশ থেকেও শুরু করে মানুষের কোনো ক্ষতি নেই। পাশাপাশি আরো বলেন, যদি সরকারি ভাবে উনাদেরকে সাহায্য করা হত তাহলে উনারা এই মৃৎশিল্পের ব্যবসাটা আরেকটু বাড়িয়ে আরো মাটির বিভিন্ন সামগ্রী বাজারে তুলতে পারতেন।সাথে উনাদের পরিবারটাও সচল হত। অপরদিকে একই গ্রামের মৃত শিল্পী রঞ্জিত রুদ্র পাল জানান, উনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত এই মৃৎশিল্পী কাজে নিয়োজিত। উনার সম্পূর্ণ সংসারটি মৃৎশিল্পীর উপর প্রতিপালন হচ্ছে। তবে এবছর মাটির প্রদীপের চাহিদা কিছুটা রয়েছে।রাত পোহালেই আলোর উৎসব দীপাবলি,তাই এবছর তিনি পনেরো হাজার মাটির প্রদীপ তৈরি করেছেন।তবে তিনি আশাবাদী, সবকটি মাটির প্রদীপ বিক্রি হয়ে যাবে।যেদিও অনেক আর্থিক প্রতিকূলতা উনাদের রয়েছে তবুও এই আলোর উৎসব দীপাবলিতে মাটির প্রদীপ বিক্রি করে সংসার ও ছেলেমেয়েদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারবেন। পাশাপাশি রঞ্জিত রুদ্র পাল একটু সরকারি সাহায্যের জন্য আকুল ভাবে আবেদন জানান।যদি সরকারিভাবে উনাদেরকে একটু সাহায্য করা হতো তাহলে উনারা উনাদের মৃৎশিল্পীটাকে একটু বাড়িয়ে সংসারটা ভালোভাবে চালাতে পারতেন। বর্তমানে যুগে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মৃত শিল্পের আয়ের টাকা ছুঁয়েই যাচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমান যুগে বিভিন্ন চাইনিজ লাইটিং সহ আধুনিক সামগ্রী বাজারে এসে গেছে সুতরাং উনাদের সামান্যটুকু পুঁজির মধ্য দিয়ে নানা মাটির সামগ্রী তৈরি করে সংসার প্রতিপালন করতে হিমশিম খাচ্ছেন। যদিও নবপ্রজন্ম মৃৎশিল্পী পেশা থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। তবুও দক্ষিণ-হুরুয়া গ্রামের কুমোর পাড়ার পাঁচ থেকে ছয় জন মৃৎশিল্পী মৃৎশিল্পটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন।তবে এবছর উত্তর জেলার বিভিন্ন বাজারে মাটির প্রদীপের প্রচুর পরিমাণে যোগান রয়েছে।আর প্রতিটি কালী পুজো মণ্ডপ থেকে শুরু করে গৃহস্থের ঘরেও মাটির প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

পুর নির্বাচন আসতেই উন্নয়নের পর্যালোচনায় ব্যস্ত তেলিয়ামুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বিগত দিনগুলিতে কি ধরনের উন্নয়ন ঘটেছে তা নিয়ে পর্যালোচনায় পৌর পৌর বাসীরা। পর্যালোচনা নিরিখে প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন। পুর ভোট দোড় গড়ায়। পৌরবাসীদের উন্নয়নের স্বার্থে এখন পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড বাসীরা কেমন আছে তা জানতে আমাদের গন্তব্য স্থল ছিল তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের করইলং নাথপাড়া এলাকা।

এই এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষ জন পৌর পরিষদ নির্বাচনে কি চাইছেন পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন তা জানতে বের হয়ে যা তথ্য বেরিয়ে আসে তাতে করে দেখা যায়--- এলাকার বেশিরভাগ মানুষই প্রত্যাবর্তন চাই। কারণ তারা বিভিন্ন রকম সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। ২নং পুরো পরিষদ আসনে বিগত পৌর পরিষদ নির্বাচনে কাউন্সিলর হিসেবে ছিলেন ধীরাজ চৌধুরী। এবার বিজেপি দলের এই ওয়ার্ডে অন্য প্রার্থী এই ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি বহুদিনের পুরনো রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব মধুসূদন রায়, এবং সিপিআইএম দলের থেকে অরূপ দে এবং তৃণমূল থেকে এলাকার ছেলে যুবা সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশান্ত রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন! এ প্রসঙ্গে এক গৃহিণী জানিয়েছেন,, আমরা প্রত্যাবর্তন চাই। কারণ আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা, সরকারি ঘর সহ লকডাউন চলাকালীন সময়ে বিনামুল্যে চাউল পেয়েছি তাই আমরা চাই প্রত্যাবর্তন। এখন এই ওয়ার্ডে যে জয়ী হবে তার কাছে আমরা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম আশা করব। অপরদিকে এলাকার এক ব্যাক্তির নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ,, আমরা চাই প্রত্যাবর্তন।২৫ বছরের বিগত সরকারের আমলে আমরা কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটেছি, কিন্তু নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত কাউন্সিলরের আমলে এলাকায় দু'টি বড় পাকা রাস্তা নির্মাণ হয়েছে, পাশাপাশি ড্রেন হয়েছে।

এখন তাদের দাবি যেই কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত হোক তিনি যেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের নাথপাড়া এলাকার একটি রাস্তা সংস্কার করে দেয়। স্কু-২(১:২৭)তাছাড়া এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এলাকার এক বৃদ্ধা জানিয়েছেন,,, আমরা এই সরকারই আবার চাই। বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি। সরকার খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে আমরা চাই এই সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হোক। তবে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে নতুন চিনি কাউন্সিলর হবেন উনার নিকট আমরা এলাকার একটি রাস্তা সংস্কার করে দেওয়ার জন্য দাবি করব। তবে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ২নং আসনের ভোট হবে ত্রিমুখী লড়াই। বিজেপি, সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। এখন দেখার বিষয় ভোটযুদ্ধে কোন রাজনৈতিক দলের ম্যাজিক কাজ করিয়ে আগামী ২৮ শে নভেম্বর নিজের কপালে তিলক পড়তে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৩৫, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৮৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস ছাড়লেন ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং, গড়লেন নতুন দল

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.):জল্পনার অবসান, কংগ্রেস ছাড়লেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। মঙ্গলবার সাত পাতার চিঠি দিয়ে তিনি কংগ্রেস ত্যাগের কথা জানান কংগ্রসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে। শুধু দল ত্যাগ নয় এদিন নতুন দলেরও নাম ঘোষণা করেন ক্যাপ্টেন। তাঁর নতুন দলের নাম পঞ্জাব লোক কংগ্রেস। তবে দলের রেজিস্ট্রেশনটা এখনও নির্বাচন কমিশের কাছে বকেয়া রয়েছে।

তিনি লিখেছেন, আমি আজ কংগ্রসের সভানেত্রী সোনিয়াজীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। ইস্তফা দেওয়ার কারণগুলিও চিঠিতে জানিয়েছি। আমার নতুন দলের নাম হবে পঞ্জাব লোক কংগ্রেস। তবে দলের রেজিস্ট্রেশনটা এখনও নির্বাচন কমিশের কাছে বকেয়া রয়েছে। এরপর দলের প্রতীকটাও ঘোষণা করা হবে। জানিয়েছেন ক্যাপ্টের অমরিন্দর। এদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, গত কয়েক মাস ধরেই পঞ্জাবে কংগ্রেসের অন্দরে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। মূলত রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি নভোজৎ সিং সিধুর সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। এদিকে কিছুদিন আগেই পঞ্জাবের অন্দরে চর্চা শুরু হয় যে কংগ্রেসে থেকে যাওয়ার জন্য পেছনের দরজা দিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন অমরিন্দর সিং। কিন্তু সেই দাবিকে আগেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন অমরিন্দর। এবার একেবারে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তিনি।

চিঠিতে তিনি সিধু সম্পর্কে লিখেছেন, আমি তার বাবার বয়সী। কিন্তু তাতেও তিনি আমার বিরুদ্ধে নানা অশ্লীল মন্তব্য করে গিয়েছেন। পাশাপাশি রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সিধুর রাশ টানার তুলনায় তাকে প্রশয় দিয়েছেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন অমরিন্দর।

বিজেপির অনুকূলে বিপুল জনাদেশ প্রদানকারী জনতাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী হিমিন্তবিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : আজ ঘোষিত পাঁচ আসনে উপনির্বাচনে বিজেপি এবং শরিক দলের বিজয়কে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের জনসাধারণের জয় বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বিজেপির অনুকূলে বিপুল জনাদেশ প্রদানকারী জনতাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ উপনির্বাচনের ফলাফল সরকারিভাবে ঘোষণা করার পর দলের প্রদেশ সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা নির্বাচনে তারকা প্রচারক হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও বলেন, পাঁচ আসনের জনসাধারণের প্রতি মাথানত করে প্রণাম জানাচ্ছি। দলের প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, মন্ত্রী অশোক সিংঘলকে পাশে নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনতার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে অঙ্গীকার করছি, নির্বাচনের আগে প্রদত্ত প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি আন্তরিকতার সঙ্গে রূপায়ণ করবে আমার সরকার।

অসম, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ে নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর নিরঙ্কুশ বিজয় বিজেপির প্রতি বিদ্যমান ব্যাপক সমর্থন আবারও প্রমাণ করেছে, বলেন নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে সুশান্ত বড়গোহাঁই এবং ফণীধর তালুকদার মাত্র তিন হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু এবার প্রায় ৩০ এবং ২৫ হাজার বিশাল ভোটের ব্যবধানে তাঁরা জয়ী হয়েছেন। বহুদিন ধরে থাওড়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন বিজয় দেখা যায়নি। মরিয়নিতে দৃষ্টান্ত রচনা করে ৪০ হাজারের বেশি ভোটে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রূপজ্যোতি কুর্মি, এটা জনতার বিজেপির প্রতি আস্থার প্রতিফলন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী সাড়ে চার বছরে রাজ্যের সকল জনতাকে বিশ্বাস ও আস্থায় নিয়ে সভ্যতা ও বিকাশকে সামনে রেখে অসমকে ভারতের অন্য পাঁচটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবেন বলেও দৃঢ়তার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ভবানীপুর কেন্দ্রে বিজয় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, ২০০৬ সাল থেকে অসম আন্দোলনের শহিদ-ভূমি এআইইউডিএফ-এর দখলে ছিল, যা অসমিয়া জাতির কাছে অতি লজ্জাজনক ছিল। এবার সেই বেদনা ধুতে পেরে গৌরব বোধ করছেন ড় শর্মা। তিনি বলেন, উপনির্বাচন সচরাচর ভালো হয় না। কিন্তু অসমের দু-তিনটি কেন্দ্রে জনতা উপনির্বাচন চান বলেও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে কংগ্রেস সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা অসমের ভবিষ্যৎ রাজনীতিরও পূর্বাভাস তুলে ধরেছেন। বলেন, কংগ্রেসের দু-একজন বিধায়ক বলেছেন, কংগ্রেস হারবেই। কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি বিধায়ক নন, তাঁর কাছে বসেই কয়েকজন নাকি তাঁকে বলেছিলেন, তাঁদের প্রার্থীরা হারবেন।

গোসাইগাঁও কেন্দ্রে ট্র্যাক্টরের নামে রোলারে ভোট দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তবু তিনি বলেন, 'আমরা সকলের জন্য সমভাবে উন্নয়ন করব। যাঁরা আমাদের ভোট দেন না বা ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা নেই তাঁদের ভোট আমরা চাই না। তবে এবার বৃহৎ সংখ্যায় সংখ্যালঘু ভোট বিজেপি প্রার্থীর অনুকূলে পড়েছে।' উচ্ছেদ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, 'চরের জমি সার্ভে হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বহু জমি অবৈধভাব দখল করে আছেন বহুজন। লামডিং বনাঞ্চলে মহাজনি ব্যবস্থা চলছে। উচ্ছেদ এবং সার্ভে করলে বহু গরিব সংখ্যালঘু মানুষ জমি পাবেন।'

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, এদিন রাজ্যের আট জেলায় পুর পরিষদ, পুর নিগম এবং নগর পঞ্চায়েতে মোট ১৮৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ২৬ জন প্রার্থী, বিজেপির ৯৫ জন, সিপিএমের ১৫ জন, কংগ্রেসের ৪১ জন, ফরোয়ার্ড ব্লকের ১ জন এবং নির্দল হিসেবে ১১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

মঙ্গলবার রানীরবাজার নগর পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থীরা র‍্যালী করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

থেকে ছিটকে রাস্তায় এই মাথা থেকে শুরু করে ওই মাথায় পড়ে থাকা আহত মোট ৪ জন উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা যায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত ৪ জনের নাম শ্যামল বর্মা (২১), প্রানতোষ বর্মা (৩০), লক্ষ্মণ দেবনাথ (৪১), বিষু কুমার দেববর্মা (৬২)। কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণপুর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের প্রত্যেককে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর রেফারেল জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে দেয়। উল্লেখ্য, যদিও আহত ৪ জনের মধ্যে ১ জনের পা মূলতঃ ভেঙে যায় বলে জানা গেছে হাসপাতাল সূত্রে। এছাড়াও বাকি ৩ জনের মাথা ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় প্রচন্ড আঘাত লাগে। এইদিকে বরাবরের মতোই কল্যাণপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় দিন রাত প্রতিনিয়তই সড়ক দুর্ঘটনার উত্তরোত্তর শ্রী-বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুর থানার ট্রাফিকি পুলিশ ব্যবস্থার দিকেও রীতিমতো আঙ্গুল তুলতে শুরু করেছে বুদ্ধিজীবি মহল। কেউ কেউ দাবি করছেন কল্যাণপুরে ভেঙ্গে পড়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা।

াইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই যুবক।আহত দুই যুবকের নাম সাইফুল রহমান ও সুবেল উদ্দিন।সাথে অল্প বিস্তর আহত ফাহিম আহমেদ নামের অপর এক যুবক।বর্তমানে গুরুতর আহত দুই যুবক ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন কামেশ্বর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সোমবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন সাবাস পুরের সুবেল উদ্দিন নিজের কালো রঙের পালসার বাইক নিয়ে ধর্মনগর থেকে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো।তখন তার সঙ্গে ছিল সাইফুল রহমান ও ফাহিম আহমেদ নামের অপর দুই যুবক।তিন জনেই এক বাইকে চেপে ধর্মনগর শহর থেকে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলো। কিন্তু ধর্মনগর শহর থেকে বের হয়ে কামেশ্বর এলাকায় যাওয়ার পর একটি মারুতি অল্ট্রো গাড়ি তাদেরকে বাউলি দেয়।আর তাতে নিয়ন্ত্রণ হাড়িয়ে পিচ রাস্তাতেই বাইক সমেদ ছিটকে পড়ে বাইক চালক সহ দুই বাইক আরোহী। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দেন ধর্মনগর দমকল অফিসে।দমকল কর্মীরা অকুস্থলে ছুটে এসে রক্তাপ্লুত অবসায় বাইক চালক সুবেল উদ্দিন ও বাইক আরোহী সাইফুল রহমান এবং ফাহিম আহমেদকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের যথারীতি চিকিৎসা শুরু করেন।তবে বাইক চালক সুবেল উদ্দিন ও বাইক আরোহী সাইফুল রহমানের আঘাত গুরুতর। দুজনের পা ভেঙ্গেছে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন। বর্তমানে উভয়েই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।তবে অপর বাইক আরোহী ফাহিম আহমেদ অল্পবিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে চিকিৎসক সাময়িক চিকিৎসা করে ফাহিমকে ছেড়ে দেন। পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ দূর্ঘটনা সলে ছুটে গিয়ে দূর্ঘটনা গ্রস্ত পালসার বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। সাথে একটি পথদূর্ঘটনার মামলা হাতে নিয়েছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

আসছেন

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছিল সম্প্রতি। ব্রিটেনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারত থেকে সেদেশে যাওয়া যে ব্যক্তিরা কোভিশিল্ড টিকা নিয়েছেন, তাঁদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। অন্যথায় তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে গ্লাসগোয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে হাসিমুখেই দেখা গিয়েছে। এমনকী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেভাবে মোদীকে মঞ্চে ডেকে চমক দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, তাও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই পরিস্থিতিতে মোদীর আমন্ত্রণে জনসনের সাড়া দেওয়া থেকে নতুন করে সম্পর্কের উন্নতির ইঙ্গিতই মিলছে।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

আসা যাওয়া করতে হলে এই রেল রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়ত করতে হয়। তাছাড়া এই রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করে। রেল দপ্তর রাস্তার দুই দিকে খুঁটি মেরে রেখে দিয়েছে যাহাতে কেউ যাতায়ত করতে না পারে।

গ্রামের জনগন আরো অভিযোগ করে বলেন, তারা রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে রেল দপ্তরকে বেশ কয়েকবার চিটি দিয়েছেন, যাহাতে উক্ত এলাকাতে জনগনের যাতায়তের জন্য বিকল্প ব্যাবস্তা করে অথবা লেভেল ক্রসিং এর ব্যাবস্তা করার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোন ব্যাস্তা করা হয়নি। এই এলাকাতে লেভেল ক্রসিং না থাকাতে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটন ঘটেছে। এদিকে প্রাত ভ্রমনে বেড়িয়ে বত্রিশ বছরের যুবক রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুতে এলাকাতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকাবাসীর অবিযোগ রেলে দপ্তরের খামখেয়ালিপনার কারনে এই এলাকাতে দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে।

গ্লাসগোর

● প্রথম পাতার পর

করবে বলে জানিয়েছে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

প্রসঙ্গত, গ্লাসগোর আগে ইটালির রোমে জি-২০ সম্মেলনে বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা হ্রাস করার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই গোষ্ঠীভুক্ত দেশের রাষ্ট্রনেতারা। তার মধ্যে রয়েছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়ালে সীমাবদ্ধ রাখা। যদিও পরিবেশবিদ তথা বিজ্ঞানীদের মতে, এই লক্ষ্যপূরণে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে ৫০ শতাংশ। পাশাপাশি, ২০৫০ সালের মধ্যে তা পুরোপুরি কমিয়ে ফেলতে হবে।

এবিভিপি

● প্রথম পাতার পর

এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার না করায় পুলিশের তীব্র সমালোচনা করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ নেতৃবৃন্দ। তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত হবে। তাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পুলিশকেই দায়ী থাকতে হবে বলেও তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

প্রজ্জ্বলিত হোক সুখ সমৃদ্ধির কামনায়। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের আশীর্বাদে রাজ্যবাসী যাতে আনন্দ ও সুস্বাস্থ্য একসাথে মিলে মিশে থাকতে পারি দীপাবলি উৎসবে আমি সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি"।

অঙ্গন

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকা

দুবাই, ২ নভেম্বর (হি.স.): ফের হার বাংলাদেশের। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র ৮৪ রানে অলআউট বাংলাদেশ। রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ হলেও ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতল তেম্বা বাভুমার দল। এই নিয়ে টানা চার ম্যাচের হারের মুখ দেখতে হল টাইগারদের। অন্যদিকে জয়ের হ্যাট্রিক করে শেষ চারের আরও কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

চলতি বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচেই বাংলাদেশকে ডুবিয়েছে তাদের ব্যাটিং। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও সেই ছবি ফের দেখা গেল। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ৮৪ রানে অলআউট বাংলাদেশ। তবে আবু ধাবিতে দুপুরের ম্যাচে শুরুটা খুব খারাপ হয়নি বাংলাদেশের। দলের ২২ রানের মাথায় আউট হন নইম হাসান। তার পর যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল বাংলাদেশ ব্যাটিং। লিটন দাস ২৪ ও শেষ দিকে মেহেদি হাসান ২৭ করলেও বাকিরা কেউ রান পাননি। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই জোরে বোলার কাগিসো রাবাডা ও আনরিখ নোখিয়া ৩টি করে উইকেট নেন। লেগ স্পিনার তাবরেজ শামসি নেন ২টি উইকেট। ১৮.৪ ওভারে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারেই রিজা হেনড্রিক্সের উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। কুইন্টন ডি'কক ১৬ রানে আউট হন। মার্করামও রান পাননি। যদিও লক্ষ্য কম থাকায় খুব একটা সমস্যা হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার। ভ্যান ডার ডুসেন ও অধিনায়ক বাভুমা জুটি বাঁধেন। ঝুঁকি না নিয়ে দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁরা। শেষ পর্যন্ত ১৩.৩ ওভারে প্রয়োজনীয় রান তুলে ৬ উইকেটে ম্যাচ জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। ডুসেন ২২ রান করে আউট হলেও বাভুমা (৩১) অপরাজিত থাকেন। এই জয়ের ফলে শেষ চারের আরও কাছে পৌঁছে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। চাপ বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার উপর। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হাঁটুর ব্যাথায় কাবু মেসি, লাইপজিংয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারবেন না

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): যন্ত্রণায় কাতর লিওনেল মেসি। তাঁর বাম ঊরুতে ব্যাথা, হাঁটুতেও রয়েছে অসহ যন্ত্রণা। যার ফলে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে আরবি লাইপজিংয়ের বিরুদ্ধে মাঠেই নামতে পারবেন না এই আর্জেন্তাইন তারকা। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে তাঁর ফরাসি ক্লাব প্যারিস সাঁ-জাঁ।

পিএসজি বিবৃতিতে বলে জানায়, 'বাম ঊরুর পেশি এবং হাঁটুতে ক্ষতের কারণে কালশিটে পড়ে অসহ্য ব্যথার জেরে এই ম্যাচ খেলতে পারবেন না', ছয় বার ডি''অর জয়ী তারকা ফরোয়ার্ড। সপ্তাহান্তে লিলের বিরুদ্ধে পিএসজি ম্যাচেও হাফ টাইমে মেসিকে তুলে নেন কোচ মরিসিও পচেতিনো। তবে তিনি অবশ্য জানিয়েছিলেন লাইপজিং ম্যাচের আগেই ফিট হয়ে যাবেন মেসি। কিন্তু তা আর হল না।

শুধু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচই নয়, শনিবারে লিগ ওয়ানে বর্দোর বিরুদ্ধে ম্যাচেও মেসির খেলা অনিশ্চিত। সেপ্টেম্বরে চোটের কারণে দুই ম্যাচ না খেলার পর এই নিয়ে এ মরশুমে চোটের জেরে তৃতীয় ম্যাচে অনুপস্থিত থাকবেন মেসি। ৩৪ বছর বয়সী আর্জেন্তাইন কিংবদন্তি নতুন ক্লাবের হয়ে লিগে এখনও একটি গোল করতে না পারলেও লাইপজিংয়ের বিরুদ্ধে দুটি গোল করেছিলেন।

মেসির পাশপাশি চোটের কারণে মার্কো ভেরাত্তিকেও পাবে না পিএসজি। তবে তাঁরা না খেললেও দলে ফিরছেন ফরাসি বিশ্বকাপ জয়ী ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে। লিলের বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি খেলেননি। পিএসজি নিজেদের লিগের পাশপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গ্রুপেও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির থেকে এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। অপরদিকে, লাইপজিং তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সুইডেন দলে ফিরলেন ইব্রাহিমোভিচ

চোট কাটিয়ে সম্প্রতি মাঠে ফিরে এসি মিলানের হয়ে আলো ছড়িয়েছেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ। সেরি আয় খেলা সবশেষ তিন ম্যাচে দুই গোল করে আস্থা অর্জন করেছেন জাতীয় দলের কোচেরও। অভিজ্ঞ এই ফরোয়ার্ডকে নিয়েই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগামী দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে সুইডেন।

আসছে আন্তর্জাতিক বিরতিতে জর্জিয়া ও স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য মঙ্গলবার দল ঘোষণা করেন সুইডেন কোচ ইয়ান আন্দেরসন।

গত ২৩ অক্টোবর সেরি আয় বোলোনিয়া ও ৩১ অক্টোবর রোমার বিপক্ষে জালের দেখা পান ইব্রাহিমোভিচ। গোল দুটির পাশাপাশি মাঠে তার উজ্জীবিত পারফরম্যান্স ছিল দারুণ।

জুন-জুলাইয়ে হওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের দলেও ডাক পেয়েছিলেন তিনি; কিন্তু চোটের কারণে ছিটকে যান টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই। এরপর ডাক পেয়েছিলেন গত মাসের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের স্কোয়াডেও। কিন্তু চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় নিজেকে সরিয়ে নেন ৪০ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

আন্দেরসন মনে করেন, ইব্রাহিমোভিচের মতো একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের উপস্থিতি বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তাদের সাহায্য করবে।

'আমি খুব আশাবাদী যে সে দলে ভূমিকা রাখতে পারবে। আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে এবং সে জাতীয় দলে যোগ দিতে খুব আগ্রহী। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে এত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এমন একজন ভালো খেলোয়াড় পাওয়া অবশ্যই আমাদের জন্য ইতিবাচক।"

ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইয়ে 'বি' গ্রুপে ছয় ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সুইডেন। সমান ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে স্পেন।

আগামী ১১ নভেম্বর জর্জিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে সুইডেন। তিন দিন পর তাদের প্রতিপক্ষ ২০১০ বিশ্বকাপ জয়ী স্পেন।

ফের মাঠে ফিরতে চলেছেন যুবরাজ

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের ব্যর্থতার মধ্যেই বড় চমক দিলেন যুবি। ভক্তদের দাবি মেনে আবার মাঠে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন যুবরাজ। আগামী ফেব্রুয়ারিতে মাঠে ফেরার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় দলের বলয়ের মধ্যে ঢোকার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন যুবরাজ। সেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর পুরনো ব্যাটিং ধমাকা। সেটি ২০১৭ সালে কটকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর ইনিংসের অংশ। ওই ম্যাচে তিনি ১২৭ বলে ১৫০ রান করেন। মোট ২১টি চার ও তিনটি ছয় মারেন। ক্যান্সার থেকে সেরে আসার পর সেটিই ছিল যুবির প্রথম মাঠে ফেরা। পোস্টটি শেয়ার করে ৩৯ বছরের যুবি লিখেছেন, 'ভগবান আপনার গন্তব্য ঠিক করেন। ভক্তদের দাবিতে আমি ফেব্রুয়ারি মাসে আবার মাঠে ফিরব। আপনাদের ভালোবাসা এবং ভালো প্রার্থনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এটি আমার জন্য একটি বড় বিষয়। সর্বদা। সমর্থন করতে থাকুন এবং এটাই একজন প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ।'

নিজের প্রত্যাবর্তনের খবর জানাতে গিয়ে একই পোস্টে ভারতীয় দলের জন্য সহানুভূতি এবং সমর্থনের কথা বলায় অনেকেই অনুমান করছেন, যুবরাজ কোনও না কোনও ভাবে জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন। কেউ বলছেন, ব্যাটিং কোচ হতে পারেন তিনি, কারও অনুমান তিনি মেন্টর হবেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সেই খেলার সময় থেকেই অত্যন্ত ভাল। ফলে দুইয়ে দুইয়ে চার করছেন অনেকেই।যুবরাজ সিং ২০১৯ সালে ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন। এরপর তাকে গ্লোবাল কানাডা টি-টোয়েন্টি লিগ এবং রোড সেফটি সিরিজে খেলতে দেখা গেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিশ্বকাপে বায়ো-বাবল ভেঙে নিষিদ্ধ ইংলিশ আম্পায়ার মাইকেল গফ

দুবাই, ২ নভেম্বর (হি.স.): চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বায়ো-বাবল বাবল বা জৈব সুরক্ষা বলয় ভেঙে ছয় দিনের জন্য নিষিদ্ধ হলেন ইংলিশ আম্পায়ার মাইকেল গফ। নিয়ম ভাঙায় পরিচালনা করতে পারেননি গত রবিবারের ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। আইসোলেশন পর্ব শেষে আগামী ৭ই নভেম্বর নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ে ফেরার কথা রয়েছে তার।

চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবার বায়ো-বাবল বা জৈব সুরক্ষা বলয় ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। সেটা ঘটিয়েছেন ইংলিশ আম্পায়ার মাইকেল গফ। বায়ো-বাবল ভেঙে ধরার পড়ার পর শাস্তি পেয়েছেন তিনি। ছয় দিনের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন তিনি। থাকতে হবে আইসোলেশনে। নিয়ম ভাঙায় পরিচালনা করতে পারেননি গত রবিবারের ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। আইসোলেশন পর্ব শেষে আগামী ৭ই নভেম্বর নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ে ফেরার কথা রয়েছে তার।

বায়ো-বাবল ভাঙার জন্য আর্থিক জরিমানার মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে গফের। তিনি কীভাবে জৈব সুরক্ষা বলয় ভেঙেছেন সেটা জানায়নি আইসিসি। আইসিসির অফিসিয়ালরা সেটা প্রকাশ না করলেও জনপ্রিয় ব্রিটিশ গণমাধ্যম মিরর জানাচ্ছে, গত শুক্রবার কারও অনুমতি ছাড়া হোটেল থেকে বেরিয়ে যান গফ। এরপর বাবলে না থাকা মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

নামিবিয়াকে হারিয়ে সেমিতে সবার আগে পাকিস্তান

ইনিংস শুরু করতে নেমে শেষ পর্যন্ত খেললেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। তার ও বাবর আজমের দারুণ দুটি ইনিংসে বড় সংগ্রহ পেল পাকিস্তান। পরে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নামিবিয়ার বিপক্ষে সহজ জয় এনে দিলেন বোলাররা। টানা চার জয়ে সবার আগে সেমি-ফাইনাল নিশ্চিত করল টি-টোয়েন্টির সাবেক চ্যাম্পিয়নরা।

আবু ধাবিতে মঙ্গলবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের ম্যাচে নামিবিয়াকে ৪৫ রানে হারায় পাকিস্তান। এই জয়ে ২০ ওভারের ক্রিকেটের ৭টি বৈশ্বিক আসরের ৫টিতে সেমি-ফাইনাল খেলতে যাচ্ছে দলটি।

ম্যাচের প্রথম ভাগেই পাকিস্তানের জয়ের ভিত অনেকটাই গড়া হয়ে যায়। বাবর ও রিজওয়ানের শতরানের উদ্বোধনী জুটির সৌজন্যে টস জিতে আগে ব্যাটিং করে ১৮৯ রান করে তারা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পাঁচটি সেঞ্চুরি জুটি আছে কেবল এই দুইজনের।দারুণ ব্যাটিংয়ে ৪৯ বলে ৭০ রান করেন বাবর। ৫০ বলে ৭৯ রানের ইনিংসে রিজওয়ান জেতেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার।

টুর্নামেন্ট জুড়ে দারুণ পারফরম্যান্স করা পাকিস্তানি বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে কখনোই জয়ের সম্ভাবনা জাগাতে পারেনি নামিবিয়া। শেষ পর্যন্ত তারা করতে পারে ৫ উইকেটে ১৪৪ রান।

জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ঘাসের ছোঁয়া থাকা উইকেটে শুরুটা অবশ্য ভালোই করে নামিবিয়া। ইনিংসের প্রথম ওভারে দুর্দান্ত বোলিংয়ে ছন্দে থাকা রিজওয়ানের বিপক্ষে মেডেন নেন রুবেন ট্রাম্পেলমান। বাবর ও রিজওয়ান প্রথম তিন ওভারে মারতে পারেননি কোনো বাউন্ডারি।পুরো পাওয়ার প্লেতেই নামিবিয়ার বোলাররা দমিয়ে রাখেন দুই ওপেনারকে। মাঝে একবার রিভিউ নিয়ে বাঁচেন রিজওয়ান। প্রথম ছয় ওভারে কেবল ২৯ রান তুলতে পারে পাকিস্তান।

পরে রানের গতিতে দম দিয়ে ফিফটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন বাবর। তখনও ছন্দ খুঁজে ফিরছিলেন রিজওয়ান। ১০ ওভার শেষে দলের রান যখন ৫৯, রিজওয়ানের তখন ২৫ বলে ১৬, বাউন্ডারি কেবল একটি।এরপর তার ব্যাটে আসতে থাকে রান। আসরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা বেন শিকঙ্গোকে চার মারার পর লং-অন দিয়ে ছক্কায় ওড়ান তিনি ট্রাম্পেলমানকে। এই ওভারেই চার মেরে বলের চেয়ে রান বাড়িয়ে নেন রিজওয়ান। পরে আরেকটি ছক্কা হাঁকান লেগ স্পিনার ইয়ান নিকোল লফটি-ইটনকে।

এর মাঝে ৩৯ বলে ফিফটি তুলে নেন বাবর। আসরে চার ম্যাচ খেলে যা তার তৃতীয়। তাকে ৭০ রানে থামান ভিসা। ৭টি চার মারা পাকিস্তান অধিনায়ক ছক্কায় ওড়ানোর চেষ্টায় মিড উইকেটে ধরা পড়েন। ভাঙে ১১৩ রানের উদ্বোধনী জুটি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম জুটি হিসেবে এক পঞ্জিকাবর্ষে হাজার রান করলেন বাবর ও রিজওয়ান। ১৭ ইনিংসে জুটিতে তাদের রান এখন এক হাজার ৪১।

ফখর জামান টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ। কিপার জেন গ্রিনের এক হাতে ধরা দুর্দান্ত ক্যাচে ফেরেন তিনি। ওই ওভারেই ইয়ান ফ্রাইলিঙ্ককে চার মেরে রানের খাতা খোলেন মোহাম্মদ হাফিজ। পরের ওভারে অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান জেজে স্মিটকে মারেন টানা দুই চার। ট্রাম্পেলমানকে মারেন আরও দুটি।ভিসাকে স্কয়ার লেগ দিয়ে ছক্কায় উড়িয়ে ৪২ বলে ফিফটি তুলে নেন রিজওয়ান। ইনিংসের শেষ ওভারে ঝড় তোলেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। স্মিটকে ৪টি চারের সঙ্গে মারেন একটি ছক্কা। ওভার থেকে আসে ২৪ রান। শেষ ৪ ওভারে পাকিস্তান রান তোলে ৬২।

৪ ছক্কা ও ৮ চারে ৭৯ রান করে অপরাজিত থাকেন রিজওয়ান। শেষ দিকে দ্রুত রানের চাহিদা মিটিয়ে হাফিজ করেন ৫ চারে ১৬ বলে ৩২। রান তাড়ায় দ্বিতীয় ওভারেই উইকেট হারায় নামিবিয়া। হাসান আলির লেংথ বল ফ্লিক খেলে লাইন মিস করে বোল্ড হয়ে যান মাইকেল ফন লিনগেন। শুরুর ধাক্কা সামাল দেন দলে ফেরা স্টিভেন বার্ড ও ক্রেইগ উইলিয়ামস। তাদের ব্যাটে ৩৪ রান নিয়ে পাওয়ার প্লে শেষ করে নামিবিয়া।

এরপর অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি তাদের প্রতিরোধ। একটি করে ছক্কা-চারে ২৯ রান করা বার্ড রান আউটে কাটা পড়লে ভাঙে ৪৭ রানের জুটি। শাদাব খানের পরপর দুই বলে গেরহার্ড এরাসমাসের ছক্কা-চারে ১০ ওভার শেষে দলটি তোলে ৭০ রান। নামিবিয়া অধিনায়ক এরাসমাসকে দুই ওভার পরই ফিরিয়ে দেন ইমাদ ওয়াসিম। পরের ওভারে শাদাবের শিকার উইলিয়ামস। ৫ চার ও এক ছক্কায় ৪০ করে লং-অফে ক্যাচ দেন তিনি।

টিকতে পারেননি স্মিটও। হারিফ রউফের স্লোয়ারে আকাশে তুলে দিয়ে মিডউইকেটে ধরা পড়েন তিনি। আসরে দারুণ কিছু ইনিংস খেলা ভিসা শেষ পর্যন্ত উইকেটে থেকে হারের ব্যবধানই কেবল কমাতে পেরেছেন। ৩১ বলে ২ ছক্কা ও ৩ চারে ৪৩ রান করেন তিনি।

প্রথমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে এসে ইতিহাস গড়া নামিবিয়ার আসরের শেষ ম্যাচ আগামী শুক্রবার, নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে। গ্রুপের সেরা হওয়ার লক্ষ্যে দুই দিন পর স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: পাকিস্তান: ২০ ওভারে ১৮৯/২ (রিজওয়ান ৭৯*, বাবর ৭০, ফখর ৫, হাফিজ ৩২*; ট্রাম্পেলমান ৪-১-৩৬-০, ভিসা ৪-০-৩০-১, স্মিট ৪-০-৫০-০, ফ্রাইলিঙ্ক ৪-০-৩১-১, শিকঙ্গো ২-০-১৯-০, লফটি-ইটন ২-০-২০-০)।

নামিবিয়া: ২০ ওভারে ১৪৪/৫ (বার্ড ২৯, ফন লিনগেন ৪, উইলিয়ামস ৪০, এরাসমাস ১৫, ভিসা ৪৩*, স্মিট ২, লফটি-ইটন ৭*; আফ্রিদি ৪-০-৩৬-০, হাসান ৪-০-২২-১, ইমাদ ৩-০-১৩-১, হারিস ৪-০-২৫-১, শাদাব ৪-০-৩৫-১, হাফিজ ১-০-১১-০)।

ফল: পাকিস্তান ৪৫ রানে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: মোহাম্মদ রিজওয়ান

বৃহস্পতিবার শ্যামা মায়ের আরাধনা। মূর্তি পাড়ায় চলছে শেষ তুলির টান। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

সাংবাদিকদের উদ্যোগে কদমতলায় পৃথক স্থানে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ নভেম্বর।। উত্তর জেলার কদমতলায় কর্মরত সকল সাংবাদিকদের উদ্যোগে মঙ্গলবার কদমতলা ব্লক এলাকায় পৃথক পৃথক ছয়টি স্থানে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিগত দিনে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটা পুনরাবৃত্তি না হয়।মূলত উদ্দেশ্যে ছিল শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা। উল্লেখ্যঃ বিগত শারদ উৎসবের সময় বাংলাদেশে মৌলবাদী কর্তৃক মন্দিরে হামলা ও মূর্তি ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে পার্শবর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় বসবাসকারী হিন্দুদের মনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সংগঠনগুলো প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল করেছিল। কিন্তু উত্তরের পানিসাগরে এক বিক্ষোভ মিছিল থেকে মুসলমানদের মসজিদ ভাঙচুর ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ফলে ক্ষেপে উঠে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনরাও। তারই প্রভাব পড়ে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা, প্রেমতলা, চুরাইবাড়ি ও কুর্তি সহ বিভিন্ন এলাকায়। যার ফলে হিন্দু ও সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ের মনে চরম অশান্তি,ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করে। তাছাড়া এই বিশৃংখল পরিবেশ আয়ত্তে আনতে মহকুমা শাসক ১৪৪ ধারা জারি করেছেন সমস্ত মহাকুমা জুড়ে। তাছাড়া মহকুমা শাসকের উদ্যোগে কদমতলা ব্লক আধিকারিকের নেতৃত্বে ব্লকের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ও সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে শান্তি মিটিং করা হয়। এরই অংশ হিসেবে আজ কদমতলার সমস্ত সাংবাদিকরা ব্লক এলাকায় শান্তি বৈঠকের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রথমে রাজনগর তারপর পর্যায়ক্রমে জুলাইবাসা, ফুলবাড়ী,ঝেরঝেরি, কুর্তি এবং চুরাইবাড়ি সহ মোট ছয়টি স্থানে এই শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়। তাতে অবশ্য কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস, উত্তর জেলার সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, স্থানীয় বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, সমাজসেবী শুভাশিস সেনগুপ্ত, কংগ্রেস নেতা ইজ্জাদ আলী সহ কদমতলা ও চুরাইবাড়ি থানার ওসি, সানীয় সংবাদকর্মী সহ অনেকেই এই শান্তি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনীয়া, ২ নভেম্বর।। আসন্ন পৌরপরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে করার দাবি নিয়ে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয় সিপিআইএম দলের নেতৃত্বরা। মঙ্গলবার বিকালে সাতদফা দাবী নিয়ে এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে মিলিত হয়।প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দও, রাজ্যকমিটির সদস্য দীপংকর সেন, ও পুরসভার মনোনীত প্রার্থী অনুজ তিলক।ডেপুটেশন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম নেতৃত্বরা জানান বিলোনীয়া পৌরনির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থীদের বাড়িঘরে গত তিন চার দিন যাবৎ আক্রমণ ও হামলা হুজ্জতি সংগঠিত করছেন শাসকদলের সমর্থিত বাইক বাহিনী ,এমনই অভিযোগ করে সিপিআইএম নেতৃত্ব। প্রশাসন নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং হামলা হুজ্জুতি যাতে না হয়, মানুষ জাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারেন , জেলা প্রশাসকের নিকট এই আবেদন জানান সিপিআইএম দলের নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে মৃৎশিল্পী শঙ্কর পালের বিশেষ প্রদীপ উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। রাজ্যের প্রতিভাবান মৃৎশিল্পী শংকর পালের কাছ থেকে একটি বিশেষ প্রদীপ উপহার পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এই বিশেষ প্রদীপটি একটানা ২৪ ঘন্টা জলতে সক্ষম। আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে দেখা করে মৃৎশিল্পী শংকর পাল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই বিশেষ প্রদীপটি তুলে দেন। মৃৎশিল্পী শংকর পালের কাছ থেকে এই বিশেষ উপহার পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করেছেন দীপাবলিতে এই বিশেষ প্রদীপ জালাতে। এতে প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকালের উদ্যোগ যেমন বাস্তবায়িত হবে তেমনি রাজ্যও আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে।

আলোর উৎসব দীপাবলি ও শ্যামা মায়ের আরাধনায় উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। হাতে আর মাত্র একটি দিন,তারপরই রাজ্যজুড়ে পালিত হবে আলোর উৎসব দীপাবলি ও শ্যামা পুজো। পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চলছে পুজো উদ্যোগতাদের মধ্যে জোর প্রস্তুতি।

কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবশ্যা তিথিতে দীপাবলি উৎসব ও শ্যামা পূজা হয়ে থাকে। ব্যাতিক্রম নয় এবারও। তবে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ চলার মাঝেই তৃতীয় তরঙ্গের শঙ্কায় পুজোতে তেমন আড়ম্বর নেই এবারেও। অবশ্য এর মাঝেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি কুমারঘাট মহকুমায় ছোট-বড়ো মিলিয়ে বেশ কয়েকটি পুজোর আয়োজন করেছে বিভিন্ন ক্লাব সহ বাড়োয়ারী পুজো কমিটি গুলো। মহকুমায় বিগ বাজেটের পুজোর মধ্যে কুমারঘাট শহরের বিবেকানন্দ সংঘ অন্যতম। সাত বছর ধরে চলে আসা এই ক্লাব এবছর সাড়ে সাত লক্ষ টাকা বাজেট নিয়ে নবদ্বীপের শিল্পীদের কর্মকুশলতায় উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ মন্দীরের আদলে প্যাণ্ডেল তৈরী করে পুজোর আয়োজনে নেমেছে। ক্লাব সম্পাদক রাহুল দাস জানান কোভিড বিধি মেনেই হবে পুজো,কোভিডের বিধিনিষেধ মেনে দর্শনার্থীদের পুজোতে সামিল হবার আওভান জানিয়েছেন ক্লাব সম্পাদক।অন্যদিকে মহকুমার গ্রামাঞ্চল যেমন কৃষ্ণনগর,গকুলনগর,গঙ্গানগর, রাধানগর,তরনীনগর সহ অন্যান্য এলাকায় ছোটো ও মাঝারি আয়োজনে পূজো হয়ে থাকলেও বড়ো বাজেটের পুজোর তালিকায় কুমারঘাট শহরের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গ্রামীন এলাকা রাজনগরের ঐতিহ্যবাহী এলবিবি ক্লাবের পুজো। ১৯৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাব এবারে পুজোর ৩৬তম বর্ষে পদার্পন করেছে। তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যায়ে পশ্চিম বাংলার দক্ষ শিল্পীদের শিল্প নিপুনতায় সেজে উঠছে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে ক্লাবের এবারকার সুদৃশ্য পুজো প্যাণ্ডেল। যেহেতু এই ক্লাবের সামাজিক কাজের বহু নজির রয়েছে সেই নিরিখে এবারো পুজোর উদ্বোধনীতে দুস্থঃদের মধ্যে বস্ত্র দানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ক্লাব সম্পাদক প্রিতম বিশ্বাস।

পুজোকে কেন্দ্র করে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এলবিবি ক্লাবের পুজো প্যাণ্ডেল এবং ক্লাবসংলগ্ন রাস্তাঘাট। বলতে গেলে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর অগ্নিমূল্যের মাঝেও মহকুমার প্রতিটি পুজো আয়োজকরাই যার যার মতো করে দর্শনার্থীদের সেরার সেরা পুজো উপহার দিতে প্রয়াস চালিয়েছেন অক্লান্ত।

সব মিলিয়ে মৃনময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপে বরন করার সময় যতোই ঘনাচ্ছে ততোই তেজী হচ্ছে প্রতিটি পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে মণ্ডপ তৈরী থেকে আনুসাঙ্গিক কাজের গতি। এখন শুধু শক্তির আরাধ্য দেবীকে বরন করতে প্রতিক্ষার প্রহর গুনছেন উদ্যোক্তারা।

বিশালগড় থানায় শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় বিশালগড় থানার ওসি দেবাশিষ সাহার উপস্থিতিতে বিশালগড় থানায় শান্তির বৈঠক করলেন। শান্তির বৈঠকে হিন্দু সম্প্রদায় এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। গত কয়েকদিন আগে দুর্গাপূজার সময় বাংলাদেশে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর বিভিন্ন বিষয় সহ মঙ্গলবার বিশালগড় থানায় শান্তি বৈঠক করা হয়। ইতিমধ্যে বিশালগড় এলাকায় যাতে কোনো ধরনের হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয় হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ভুল বুঝা বুঝি না হয় সে সমস্ত বিষয়গুলি কে নিয়ে বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহার উপস্থিতিতে শান্তির বৈঠক সম্পন্ন হয়।

ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের পাশে দাঁড়াল বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। সামাজিক মাধ্যমে ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসার জন্য অবুঝ শিশুর কাতর আবেদনে সাড়া মিলল। মহিলার পাশে দাঁড়িয়েছে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সামাজিক মাধ্যমে নাহারেন বেগম নামে এক ক্যান্সারাক্রান্ত মহিলার ৮ বছরের পত্র মায়ের চিকিৎসার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। বাড়ি গন্ডাছড়া। তার আট বছরের বয়সের ছেলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিল তার মাকে আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আর এই ভিডিও দেখে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিষয়টি জানায় বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চকে। আজ আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের রাজ্য সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য এসে তার মার সাথে দেখা করেন এবং ১০ হাজার টাকা নগদ তুলে দেন এবং আশ্বাস প্রদান করেন যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। ক্যান্সারাক্রান্ত মহিলার পাশে দাঁড়ানোয় সাধারণ মানুষ বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অন্যান্য সমাজসেবীদেরকে এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য সচেতন মানুষজন আহ্বান জানিয়েছেন।

গণদূত সম্পাদক জার্মান যাচ্ছেন

আগরতলা, ২ নভেম্বর।। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র দৈনিক গণদূত পত্রিকার সম্পাদক সুশীল চৌধুরী আগামী ২০ নভেম্বর জার্মানি যাচ্ছেন। তিনি আগামী ২৪ নভেম্বর জার্মানির রাজধানী বার্লিন সিটিতে একটি অনুষ্ঠানে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভাষণ দেবেন। দ্য ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন জার্মানি দিশা ইভি আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শ্রী চৌধুরীর সাথে তাঁর স্ত্রীও জার্মানি যাচ্ছেন। গণদূত পত্রিকার পক্ষে এক প্রেস বার্তায় এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ব্যাঙ্ক সাথীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করল ত্রিপুরা সরকার ঘোষণা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। দীপাবলীর প্রাক মূহুর্তে ব্যাঙ্ক সাথীদের জন্য সুখবর শোনালেন ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানান, ব্যাঙ্ক সাথীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে ও কাজের উৎসাহ বাড়াতে তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করায় ব্যাঙ্ক সাথীরা বর্তমানে যেখানে মাসে ৪০০০ টাকা থেকে ৪৫০০ টাকা উপার্জন করতে পারতেন, সেখানে তারা এখন থেকে ৬৫০০ টাকা থেকে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারবেন। তাঁর দাবি, বর্ধিত হারে ব্যাঙ্ক সাথীদের পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে ত্রিপুরা সরকারের ত্রিপুরা গ্রামীন মিশনের বছরে অতিরিক্ত ৩.১৫ কোটি টাকা খরচ হবে। এদিন তিনি বলেন, কোভিড মহামারী সময় কালে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ত্রিপুরা সরকার ব্যাঙ্ক সাথীদের জন্যও রোজগার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্তে বর্তমানে ব্যাঙ্ক সাথী হিসাবে কর্মরত ৩০৫ জন আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। ভবিষ্যতেও রাজ্য সরকার ব্যাঙ্ক সাথীদের রোজগার বৃদ্ধির উদ্যোগ জারী রাখবে, আশ্বাস দেন তিনি।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মন ব্যাঙ্ক সাথী এবং তাদের কাজের ধরন সম্পর্কে বলেন, ব্যাঙ্ক সাথী হলেন ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশনের অন্তর্গত গ্রামীন কোনো না কোনো স্ব-সহায়ক দলের মহিলা সদস্যা যারা গ্রামীন ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা এবং স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তাদের নিত্যদিনের ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত নানা বিষয়ে কাজ করেন। উদাহরন হিসাবে তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের একাউন্ট খোলা, ঋণ মঞ্জুর পত্র, বীমার আবেদন পত্র প্রস্তুত করা, স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রদান ইত্যাদি কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সাথীরা বিশেষ ভুমিকা পালন করেন।

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি তৃণমূলকে দায়ী করলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। রাজ্য সরকার আজ তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেছে যে তাদের সাম্প্রতিক জনসভার পরে কোভিড-১৯ কেস বৃদ্ধি পেয়েছে। এর জন্য দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেছেন যে বাইরে থেকে লোক এনে ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের কাছে তথ্য ছিল যে ত্রিপুরার বাইরের লোকদের আনার চেষ্টা করা হবে যা সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির দ্বারা পদক্ষেপ না নিলে পরণতি ভয়াবহ হতে পারত। তিনি আরও বলেছেন যে তিন দিন আগে রাজ্য জুড়ে করোনার পজেটিভিটির হার স্থিতিশীল ছিল, তবে একটি নির্দিষ্ট রাজ্য থেকে ব্যাপক লোক প্রবেশের কারণে এটি বেড়েছে, বিশেষত পশ্চিম জেলায় পজেটিভিটির হার ০.৪০ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছিল যা ০.৭২ শতাংশে বেড়েছে। উত্তর জেলাতেও পজেটিভিটির হার ০.২১ শতাংশ থেকে ১.০৪ শতাংশে বৃদ্ধির সাথে নতুন আক্রান্তর তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টে অনেকের পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে বেশ কয়েকজন পশ্চিমবঙ্গ সফর করে এসেছেন।

টিএমসি নেতাদের আক্রমণ করে সুশান্ত চৌধুরী বলেছেন যে জনসভায় যোগ দিতে প্রায় ২ থেকে ৪ হাজার লোক রাজ্যে প্রবেশের খবর পাওয়া গেছে। কোভিড-১৯ মানদণ্ড বজায় না থাকলে তিন দিনের মধ্যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যেত।

তিনি আরও বলেছেন যে রাজ্য সরকার রাজ্যের বাইরে থেকে ভ্রমণকারীদের জন্য নতুন বিধিনিষেধ বাধ্যতামূলক করেছে এবং আরটি-পিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট নেই তাদের জন্য পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিশুদের সুরক্ষার স্বার্থে বিলোনিয়া সার্কিট হাউজে জয়েন্ট একশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ নভেম্বর।। শিশুদের সুরক্ষার স্বার্থে মঙ্গলবার সকাল ১১ ঘটিকায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া সার্কিট হাউজে এক জয়েন্ট একশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মূলত শিশুদের ড্রাগ এবং ট্রাফিকিং এর উপর বিশদভাবে আলোকপাত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন এই বিষয়ে শিশু সুরক্ষা কমিশন, স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, শ্রমদপ্তর ,প্রশাসনিক পুলিশ কর্তাদের সাথে নিয়ে এক যুগে সকলে মিলে কাজ করতে হবে।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিলিমা ঘোষ সহ কমিশনের সদস্যা শর্মিলা চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক,,দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, চিফ মেডিকেল অফিসার ডঃ জগদীশ নম সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদাধিকারীরা। এই অনুষ্ঠানে বক্তারা শিশুদের সুরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, এবং এই সামাজিক অবক্ষয় থেকে শিশুদের কি করে রক্ষা করা যাবে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা।পাশাপাশি বক্তারা বলেন এ বিষয়ে স্কুল শিক্ষকরা এবং অভিভাবকদের আরও বেশি করে সজাগ থেকে শিশুদের প্রতি আরও বেশি করে যত্নবান হতে হবে। না হলে পরে এই সামাজিক অবক্ষয় দিনদিন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের যুবসম্পদ ধ্বংসে পরিণত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে মৃৎশিল্পী শঙ্কর পালের বিশেষ প্রদীপ উপহার।

মিনি শহর কল্যাণপুরে ও শ্যামা পূজার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ২ নভেম্বর।। 'তোরা জ্বাল রে সখী মাটির প্রদীপ,ভালো কইরা জ্বালা।আইসে ভুবন আলো কইরা, মা যে আমার কালা'।। --- হাতে গোনা মাত্র আর কয়েক প্রহর। আর এরপরেই আগামী বৃহস্পতিবার জগৎ জুড়েই জাঁকজমক পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে চলছে শ্যামা মায়ের আরাধনা ও আলোর উৎসব দিপাবলী। আর এরই মধ্যে 'মৃন্ময়ী মায়ের-চিন্ময়ী রূপ' শ্যামা মায়ের পুজোকে দর্শনার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গ্রাম থেকে শহর, ও পাড়ায়-পাড়ায় প্রত্যেকটা ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তারা মূলতঃ চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছে বলা চলে। আর এমনই এক আকর্ষণীয় বড়ো বাজেটের পুজোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেল সমাজ কল্যাণ সংস্থার পুজো মণ্ডপে প্রবেশ করে। উল্লেখ্য, কল্যাণপুর মিনি শহরের বুকে একটি স্ব-নামধন্য ক্লাব 'সমাজ কল্যাণ যুব সংস্থা' অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরেও শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। তবে এই বছর এমন কোন থিম নেই শ্যামা মায়ের আরাধনায়। এই ক্ষেত্রে এই বছরে তাঁদের পুজোর বাজেট রয়েছে হাজার হাজার টাকা বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানায়। উল্লেখ্য জানা যায়, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে জাঁকজমকপূর্ণ ও আলোক প্রজ্বলিতভাবে শ্যামা মায়ের পুজো করে আসছে। পাশাপাশি গরিবদের বস্ত্র বিতরন, মহাপ্রসাদ বিতরন, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচীও হাতে নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। জাঁকজমকপূর্ণ শ্যামা মায়ের পুজো প্রস্তুতিকে ঘিরে এক ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বাজারে জিনিসপত্রের দাম দিনের-পর-দিন বাড়লেও পুজোর আয়োজনে খামতি নেই। শুধু অ উপজাতি এলাকায় নয় বরং কল্যাণপুরের বিভিন্ন উপজাতি জনপদে ছোট বড় আকারের শ্যামা পূজা হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিবছরের মতো এবছরও কল্যাণপুর থানা ব্রতী হয়েছে শ্যামা পূজার আরাধনায়। উনারা এই বছর নিজেদের টাকায় পুজো করছে বলে জানা যায়। আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা কল্যাণপুর থানা চত্বর। কোন জৌলুস নেই সাত্বীকথায় ভরা এই পুজো। হবে অঞ্জলি প্রদান প্রসাদ বিতরণ। আলুর উজ্জলতায় সমস্ত অন্ধকার কেটে যাবে এই আশায় জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষ শ্যামা পূজার আনন্দে গা ভাসাবেন। এছাড়া কল্যাণপুর বাজারের সবজি মাংস বিক্রেতা ও শ্যামাপূজা মেতে উঠবেন। শুধু কল্যাণপুর নয় উপজাতি জনপদ আখড়াই বাজার উধুনিয়া উত্তর ঘিলাতলী উত্তর মহারানীপুর ঘিলাতলী দক্ষিণ গিলাতলী বাগান বাজার পশ্চিম কুঞ্জবন কমলনগর তোতাবাড়ি বাগান বাজার পশ্চিম কুঞ্জবন অমর কলোনি শিববাড়ি বেশ কয়েক বছর ধরেই ঘটা করে শ্যামাপূজা করে আসছে। মোটকথা কল্যাণপুরের নানা স্থানে শ্যামা পূজার আয়োজনে সামিল হচ্ছেন ছোট-বড় ক্লাব সংস্থা সহ অনেকেই। মুরাবাড়ি উপজাতি জনপদে চিরাচরিত ছনবাঁশ দিয়ে টং ঘর তৈরি করে শ্যামা মা যে মায়ের পুজো করবে বলে জানা যায়। কোন কোন পুজোতে আবার বলি দেবার প্রকরণ রয়েছে। মোটকথা আলোর উৎসবে সবাই শামিল হতে প্রস্তুত।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।